পাক্ষিক

আহ্‌মদী

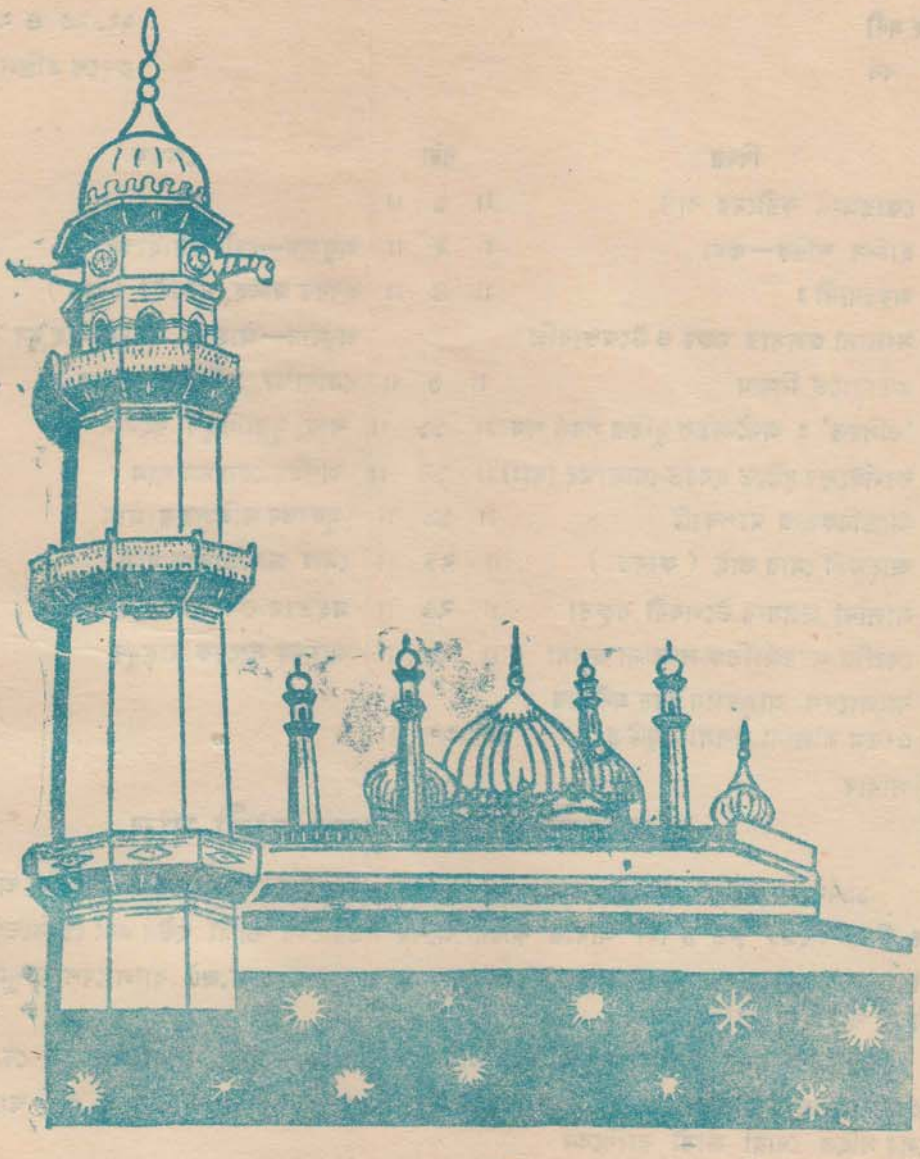

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায় : ২৬শ বর্ষ : ২২, ২৩ ও ২৪শ সংখ্যা :

১৭ই বৈশাখ, ১৩৮০ বাংলা : ৩০শে এপ্রিল, ১৯৭৩ইং : ৩০শে শাহাদাত, ১৩৫২ হিজরী শামসী :

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত ৬·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ ১৪ শিলিং

সূচীপত্র

আহ্‌মদী
২৬ বর্ষ

২২, ২৩ ও ২৪ সংখ্যা
৩০শে এপ্রিল ১৯৭৩ ইং

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
।। কোরআন করীমের বাণী	।। ১ ।।	
।। হাদিস শরিফ—ক্ষমা	।। ২ ।।	অনুবাদ—মৌঃ মোহাম্মদ
।। অমৃতবাণী ঃ সালানা জলসার গুরুত্ব ও উদ্দেশ্যাবলি	।। ৪ ।।	হযরত মসিহ্‌ মাওউদ (আঃ) অনুবাদ—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ
।। এতায়াতে নিযাম	।। ৬ ।।	মোহাম্মদ মতিউর রহমান
।। 'ওসিয়ত' ঃ অর্থনৈতিক মুক্তির সরল পথ	।। ১১ ।।	শাহ্‌ মুস্তাফিজুর রহমান
।। কার্লাইলের দৃষ্টিতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)	।। ১৪ ।।	আমির হোসেন খান
।। আন্তরিকতার মাপকাঠি	।। ১৯ ।।	মুহাম্মদ খলিলুর রহমান
।। আহ্‌মদী মোর ভাই (কবিতা)	।। ২৩ ।।	মোঃ আখতারুজ্জামান
।। সালানা জলসার উদ্বোধনী বক্তৃতা	।। ২৫ ।।	মহতরম মৌঃ মোহাম্মাদ
।। কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সালানা জলসা	।। ২৯ ।।	আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ
।। বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ৫০তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত	।। ৩০ ।।	,,
।। সংবাদ		

লাজমী চাঁদা ও নূতন মালী সাল

১৯৭২-৭৩ সনের মালী সাল৩০শে এপ্রিলে শেষ হইয়া যাইতেছে। অতএব আহ্‌মদী বন্ধুগণ নিজ নিজ বাজেট কৃত চাঁদা আদায় করিয়া অশেষ সওয়াবের ভাগী হউন এবং প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী মাল সাহেবান নূতন বৎসর (১৯৭৩-৭৪) এর জন্য স্ব স্ব জামাতের বাজেট বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া অফিসে পাঠাইয়া বাধিত করুন।

হযরত সাহেব (আইঃ)-এর স্বাস্থ্য ঃ লণ্ডন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, হুজুরের স্বাস্থ্য আল্লাহ্‌ তায়ালার ফজলে ভাল (আলহামদুলিল্লাহ) বন্ধুগণ হুজুরের দীর্ঘায়ু ও পূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য দর্দে দীলের সহিত দোয়া জারী রাখিবেন।

ভুল সংশোধনী—২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩, সংখ্যায় প্রকাশিত "বিশ্বশান্তি কি সম্ভব" শীর্ষক প্রবন্ধে পৃঃ ২১ ১ম কলমে ১২ লাইনে "(৫ : ১৪)"-এর স্থলে "(১৬ : ১৩)" পড়িতে হইবে এবং ২৫ লাইনে "Comprise" স্থলে "Compromise" পড়িতে হইবে।

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلى على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

নব পর্যায় : ২৬শ বর্ষ : ২২, ২৩ ও ২৪শ সংখ্যা :
১৭ই বৈশাখ, ১৩৮০ বাং : ৩০শে এপ্রিল, ১৯৭৩ইং : ৩০শে শাহাদত, ১৩৫২ হিজরী শামসী

॥ কোরআন করীমের বাণী ॥

তুমি বল, আমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনা করিব, যে আমাদের কোন উপকার করিতে পারে না এবং অপকারও করিতে পারে না? এবং আল্লাহ্‌ যখন আমাদিগকে সুপথগামী করিয়াছেন ইহার পর আমরা কি আবার পশ্চাৎ ফিরিয়া যাইব সেই ব্যক্তির মত শয়তান যাহার বুদ্ধি বিভ্রাট ঘটাইয়াছে,—ফলে পৃথিবীতে উদভ্রান্তরূপে বিচরণ করিতেছে? তাহার সঙ্গীগণ তাহাকে এই বলিয়া সৎপথের দিকে আহ্বান করিতেছে যে, আমাদের নিকট আস। তুমি বল, নিশ্চয় আল্লাহর নিকট হইতে সমাগত হেদায়েতই প্রকৃত হেদায়েত। এবং আমরা আদিষ্ট হইয়াছি যে, আমরা যেন সর্ব জগতের আল্লাহর নিকট আত্ম সমর্পণ করি।

(সুরা আল-আনআম
৭২ তম আয়েত)

হাদিস শরীফ

ক্ষমা

অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ

১

আবী কাবশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, যাহার হাতে আমার জীবন আছে, তাহার কসম, আমি যদি শপথ গ্রহণকারী হইতাম, তাহা হইলে আমি ঐ সকলের সম্বন্ধে শপথ করিতাম ঃ সাদকার দ্বারা মালা কমে না, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের জন্য কোন জুলুম ক্ষমা করিলে, কেয়ামতের দিনে আল্লাহ তজ্জন্য তাহার সম্মান বৃদ্ধি করিয়া দিবেন এবং যে ব্যক্তি নিজের জন্য ভিক্ষার দ্বারকে খুলে, সে নিজের জন্য দারিদ্রের দ্বারকে উন্মুক্ত করে। (তিরমিনি)।

২

ওকাব বিন অমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, হে ওকাবা! আমি কি তোমাকে ইহ জগত ও পর জগতের অধিবাসীগণের মধ্যে উত্তম আখলাকের কথা বলিব না? উত্তর দিলেন, হাঁ বলুন। তিনি বলিলেন, যে তোমার সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছে, তুমি তাহার সহিত সম্বন্ধ রাখ, যে তোমাকে বঞ্চিত করিয়াছে, তুমি তাহাকে দাও এবং যে তোমার উপর যুলুম করিয়াছে, তুমি তাহাকে ক্ষমা কর।
(রায়হাকী)।

৩

আবু হোরেরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লহ্‌র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, এমরানের পুত্র মুসা (আল্লাহ্‌তায়ালাকে) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে আমার রব! তোমার বান্দাগণের মধ্যে কে আমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক সম্মানিত? তিনি বলিলেন, যে শক্তিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অপরাধীকে ক্ষমা করে। (বায়হাকী)।

সঙ্গ এবং বন্ধুত্ব

১

আবু মুসা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, সৎ ও অসৎ সঙ্গীর তুলনা মৃগনাভী বাহক ও ময়লা উৎক্ষেপ কারীর। মৃগণাভী বাহক তোমাকে হয় মৃগণাভীর কিছু অংশ দেয় অথবা বাতাসে উহার সৌরভ ঘ্রাণ কর বা তাহার নিকট উহার কিছু খরিদ কর, পক্ষান্তরে ময়লা উৎক্ষেপকারী তোমার বস্ত্রকে নষ্ট করিবে অথবা তাহার নিকট হইতে দুর্গন্ধলাভ করিবে।
(বুখারী ও মুস্লিম)।

২

আয়েশা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, আত্মাসমূহ শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যবাহিনীর ন্যায়। যে অন্যদেরকে চিনিতে পারে সে ভালবাসে এবং যে চিনিতে পারে না, সে বিভেদ করে।
(বুখারী)।

৩

আবু জার (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, সর্বাপেক্ষা উত্তম আমল হইল আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহ্‌র জন্য বিদ্বেষ করা। (আবু দাউদ)।

৪

আবদুল্লা বিন মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) ববিয়াছেন, যখন তোমরা তিনজন একত্রে থাক, তখন যে কোন দুইজন গোপন পরামর্শ করিওনা, যতক্ষণ পর্যন্ত না সকলে জনসমাগমে মিলিয়া যাও কারণ তৃতীয় ব্যক্তি মনে আঘাত পাইবে। (বুখারী ও মুস্লিম)।

৫

আবু হোরেরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, যে তোমাকে প্রতিবেশী করে, তুমি তাহার উত্তম প্রতিবেশী হও, তাহা হইলে তুমি (সত্যকার) মুসলমান হইবে এবং যে তোমার সঙ্গ করে, তুমি তাহার সহিত উত্তম সঙ্গ কর। তাহা হইলে তুমি (সত্যকার) মোমেন হইবে। (তিরমিযি, ইবনে মাজা)।

৬

আবু হোরেরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, মিতব্যয়িতা উপজীবিকার অর্ধেক, মানব প্রেম বিজ্ঞতার অর্ধেক এবং সুপ্রশ্ন বিদ্যার অর্ধেক। (বুখারী)।

৭

আনাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তির (ধর্মের) পরিচয় তাহার বন্ধুর ধর্মে (পাওয়া যায়) এবং যে নিজের জন্য যাহা চাহে উহা যদি সে তোমার জন্য না চাহে, তাহার সহিত বন্ধুত্বে কোন লাভ নাই। (ইবনে আলী)।

৮

আবু হোরেরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ্‌র রসুল (রাঃ) বলিয়াছেন, সুধারণা সুবিমল এবাদত হইতে (উৎপন্ন হয়)। (আহমদ)।

* * *

"তোমরা যদি ইচ্ছা কর যে, আকাশে আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হউন, তবে তোমরা পরস্পর সহোদর ভাইয়ের মত হইয়া যাও। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক মহৎ, যে নিজের ভ্রাতার অপরাধ অধিক ক্ষমা করে, এবং বড়ই দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি, যে হঠকারিতা করে এবং নিজের ভ্রাতার অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহে। তেমন ব্যক্তির সহিত আমার কোন সংস্রব নাই। খোদাতায়ালার অভিশাপ হইতে সর্বদা অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকিও।

—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

সালানা জলসার গুরুত্ব ও মহৎ উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

নেক (পূণ্যবান) ব্যাক্তিগণের সাক্ষাৎ এবং ধর্মীয় তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে সফর করা অনেক সওয়াব ও মহাপুরস্কার লাভের কারণ হয়।

"এই অধমের হস্তে বয়াত (বা দীক্ষা) গ্রহণের দ্বারা এই সেলসেলায় প্রবিষ্ট সকল খাঁটি নিষ্ঠাবান ব্যক্তির অবগতির জন্য প্রকাশ যে, বয়াত বা দীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য, দুনিয়ার প্রেম যেন নিষ্প্রভ হয় এবং নিজ প্রভু আল্লাহ্ তায়ালা এবং রসুল করীম (সাঃ)-এর প্রেম ও ভালবাসা যেন হৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং সংসার নিলিপ্ততা ও আত্ম-বিলিনতার এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যাহাতে আখেরাতের সফর দুঃরূহ ও অপ্রীতিকর বলিয়া মনে না হয়। কিন্তু এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমার 'সাহচর্য্যে ও সংস্পর্শে' থাকা এবং নিজ জীবনের একাংশ এ পথে ব্যয় করা আবশ্যকীয়, যাহাতে আল্লাহ্ চাহিলে, কোন সন্দেহাতীত ও সুনিশ্চিত প্রমাণ প্রত্যক্ষের মাধ্যমে দুর্বলতা ও উদাশিনতা এবং শিথিলতার বিলুপ্তি ঘটে এবং 'কামেল একীন' (পূর্ণ বিশ্বাস ও প্রত্যয়)জন্মিয়া স্বতঃস্ফূর্ত্তী ও অনুরাগের সৃষ্টি হইয়া যায়। সুতরাং এ বিষয়ের প্রতি সর্বদা উদগ্রীব থাকা উচিত এবং দোয়া করা দরকার, আল্লাহ্ তায়ালা যেন ইহার তৌফিক প্রদান করেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এই তৌফিক হাসেল না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মাঝে মাঝে নিশ্চয় সাক্ষাৎ করা উচিত। কেননা বয়াতের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার পর আর সাক্ষাতের পরোয়া না রাখা এরূপ বয়াত সম্পূর্ণ বেবরকত ও আশিস বিহীন এবং একটি আনুষ্ঠানিক প্রথা স্বরূপই হইবে। এবং যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে তাহার স্বভাবগত দুর্বলতা বা সামর্থের অভাব, অথবা সফরের দূরত্ব বশতঃ সাহচর্য্যে আসিয়া থাকার, কিম্বা বৎসরে কয়েকবার সাক্ষাতের জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়া আসার সুযোগ-সুবিধা নাও হইতে পারে, (কেননা অধিকাংশের হৃদয়ে এখনও এরূপ আগ্রহ-উদ্দীপনা বিদ্যমান নহে যে, সাক্ষাতের জন্য তাঁহারা বড় বড় কষ্ট ও ক্ষতি বরণ করিতে পারেন) সেজন্য সমিচীন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে যে, বৎসরে কয়েকদিন জলসার জন্য নির্ধারিত হউক, যাহাতে সকল মুখলেসীন

আল্লাহ্ তায়ালা যদি ইচ্ছা করেন, তাদের স্বাস্থ্য ও অবসর থাকিলে এবং বিশেষ অন্তরায় না থাকিলে নির্ধারিত তারিখগুলিতে উপস্থিত হইতে পারেন। তদনুযায়ী যথাসাধ্য সকল বন্ধুর একমাত্র আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও তথ্যাদি শুনিবার জন্য এবং দোয়ায় অংশীদার হইবার জন্য উক্ত তারিখে অবশ্য উপস্থিত হওয়া উচিত।

এই জলসায় এরূপ 'হাকায়েক ও মায়ারেফ' (অকাট্য যুক্তি প্রমাণ ভিত্তিক তথ্যাদি এবং সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবলী) শুনাইবার ব্যবস্থা থাকিবে যাহা ঈমান এবং মা'রেফতের উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য আবশ্যকীয়।

সেই (যোগদানকারী) বন্ধুদের জন্য বিশেষ দোয়া এবং তওয়াজ্জো (আত্মসংযোগ) নিয়োজিত থাকিবে এবং সর্বাধি কৃপালু (আরহমুর রাহেমীন) আল্লাহর দরবারে যথাসাধ্যভাবে চেষ্টা করা হইবে, আল্লহতায়ালা যেন নিজ দিকে তাহাদিগকে আকর্ষণ করেন ও নিজ উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে কবুল করেন এবং পবিত্র পরিবর্ত্তন ও সিদ্ধি তাহাদের মধ্যে প্রদান করেন।

একটি আনুসাঙ্গিক উপকার এই জলসাগুলিতে ইহাও হইবে যে, প্রত্যেক নূতন বৎসরে যতজন নবদীক্ষিত ভ্রাতা এই জমাতে দাখিল হইবেন তাঁহারা নির্ধারিত তারিখগুলিতে উপস্থিত হইয়া তাহাদের পূর্ববর্তি উপস্থিত ভ্রাতাদিগকে দেখিতে পারিবেন এবং একে অন্যের সহিত পরিচিত হইয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে চেনা-পরিচয় ও প্রীতি এবং ভালবাসার সম্পর্ক বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

যে ভ্রাতা মধ্যবর্ত্তিকলের মধ্যে এ নশ্বর ধাম ত্যাগ করিয়াছেন, এ জলসায় তাহার জন্য মাগফেরাত কামনা করা হইবে।

সকল ভ্রাতাদিগকে রুহাণী ভাবে একাত্ম করার উদ্দেশ্যে এবং তাহাদের মধ্য হইতে শুস্কতা ও (অপরিচয়ের) দূরত্ব এবং নেফাক কপটতা) নিরসনের জন্য মহিমান্বিত আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে বিশেষ (দোয়ার) চেষ্টা করা হইবে।

এই রুহাণী (অধ্যাত্মিক) জলসার আরো বহুবিধ রুহাণী ফায়দা এবং উপকারাদী রহিয়াছে, যাহা ইন্‌শা আল্লাহল কাদীর, বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

স্বল্প ক্ষমতা সম্পন্ন ভ্রাতাগণের পক্ষে সমিচীন হইবে, বৎসরের প্রথম হইতেই জলসায় যোগদানের বিষয়ে লক্ষ দেওয়া এবং যদি তদবীর এবং সঞ্চয় পরায়ণতার মধ্য দিয়া অল্প অল্প করিয়া পুঞ্জি সফর খরচের জন্য জমাইতে থাকেন, তাহা হইলে অনায়াস (সফর খরচের) পুঞ্জি যোগাড় হইয়া যাইবে যেন বিনা পয়সাই সফরের ব্যবস্থা হইয়া যাইবে।

("আসমানী ফায়সালা"—১৮৯১ ইং)

অনুবাদঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

ইতায়াতে নিযাম (সংগঠণের প্রতি আনুগত্য)

—মেহাম্মুদ মুতিউর রহমান

আল্লাহ্ তায়ালা চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, বৃক্ষলতা, সাগর, নদী, পাহাড়, পতর্ব, জীব-জন্তু প্রভৃতি সৃষ্টি করে প্রত্যেকটি জিনিষ একটি নিয়মের মধ্যে রেখে দিয়েছেন, যাকে ইংরেজীতে বলে Uniformity of nature. প্রত্যেকটি আপন আপন নিয়মানুসারে চলে। এর ব্যতিক্রম হবার যো নেই। সূর্য কোন দিনও পশ্চিমে উদিত হয় না বা আম গাছে কাঁঠাল ধরেনা। প্রকৃতির যে দিকেই আমরা তাকাইনা কেন সে দিকেই এই নিয়ম শৃঙ্খলা বিদ্যমান। জীব-জন্তুর বেলায়ও তাই। মেষ কোন দিন পানিতে সাঁতার কাটেনা বা গরু কোন দিন গাছে চড়েনা। যদি এই নিয়ম শৃঙ্খলার এক চুল কমবেশী হয় তবে সারা দুনিয়া ক্ষণিকের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তাই এ কথা জোর করেই বলা চলে যে প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ একটি নিযামের মাতেহাত চলছে।

মানুষ আশরাফুল মাকলুকাত, অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীব। এই মানুষও অন্যান্য জীবের ন্যায় অনেকটা বাধ্য হয়ে নেযামের বা শৃঙ্খলার মাতেহাত চলে। যেমন যখন তার ঘুম পায়, না ঘুমিয়ে উপায় নেই। পেশাব পায়খানা ধরে তখন পায়খানা পেশাব না করে থাকতে পারে না। যেহেতু মানুষকে বিবেক বুদ্ধি এবং স্বাধীন চিন্তা দেয়া হয়েছে এ জন্য তার সবচেয়ে বেশী নেযামের পাবন্দ হতে হয়। যদি সে কোন নিয়ম শৃঙ্খলার বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ না রাখে তবে সে নিজের ক্ষতি তো করতেই পারে, অন্যের ক্ষতিরও কারণ হয়ে পড়তে পারে। মানুষকে সত্যিকারের মানুষ হতে হলে তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক প্রভৃতি জীবনে কতগুলি নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। কেননা সে পৃথিবীতে একা নয়। তার চতুষ্পার্শ্বে তার সংস্পর্শে তার মত আরও বহু মানুষের ভীড় হয় তার জীবনে। এটা তার মঙ্গলের জন্য এবং অন্য আর পাঁচ জনের মঙ্গলের জন্য। আমরা ধর্ম্মের অনুশাসনে বিশ্বাসী এবং মনে করি ধর্ম্ম যে জীবনের চালক হয় সে জীবনই সবদিক দিয়ে সফলতা লাভ করে। তাই ধর্মীয় জীবনকে সুষ্ঠ সুন্দর এবং পবিত্র ক'রতে হ'লে নিযামের ইতায়াত বা সংগঠনের প্রতি আনুগত্যের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আতিউল্লাহ ওয়া আতিউররাছুলা ওয়া উলিল আমরে মিনকুম" অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন কর এবং রসুলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন কর এবং তোমাদের মধ্যে (আল্লাহ্ এবং রসুলের হুকুম মোতাবেক) হুকুম দেয়ার অধিকারী যিনি তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন কর।

ধর্মীয় জীবনে আনুগত্যের প্রকাশ সাধারণতঃ তিন ধারায় হ'য়ে থাকে। প্রথমতঃ আল্লাহর উপর; দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর রসুলের উপর: এবং তৃতীয়তঃ রসুলের মৃত্যুর পরে তাঁর খলিফাদের এবং তাঁর স্থলাভিষিক্তদের, দেশের শাসন কর্তাদের এবং অন্যান্য গুরু জনদের যেমন পিতা-মাতা, শিক্ষক ইত্যাদির উপর।

আল্লাহর উপর আনুগত্য প্রদর্শন সাধারণতঃ সব মানুষই করে থাকে। যদিও এর মধ্যে তারতম্য

আছে। কিন্তু সমাগত নবীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না ক'রলে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা হয় না। কেননা মানুষ অনেক সময় নিজের জ্ঞানের অহমিকার জন্যে বা অজ্ঞতার জন্যে সমাগত নবীকে অস্বীকার ক'রে বসে। আল্লাহ্ তায়লা এ'টাকে মোটেই পছন্দ করেন না। আল্লাহ তায়লা মোমেনদের শান ব'লতে গিয়ে বলেছেন, "সামিয়না ওয়া আতায়না" অর্থাৎ শুনিলাম এবং আনুগত্য প্রদর্শন ক'রলাম এবং কাফেরদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, "সামিয়না ওয়া আসায়না" অর্থাৎ শুনলাম এবং অস্বীকার করলাম। আল্লাহ তায়লা হজরত আদম (আঃ) এর ঘটনা পেশ করে দেখিয়েছেন যে ইব্‌লীশ আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেও সে আগুনের তৈরী এই শ্রেষ্ঠতার অহমীকার জন্য হজরত আদমের (আঃ) আনুগত্য স্বীকার করতে না পেরে আল্লাহর লানতের বোঝা মাথায় নিলো। এহেন ঘটনা প্রত্যেক নবীর জমানায় ঘটে থাকে। যেমন এই ইবলীছের রূপ আমরা দেখতে পাই নমরূদ, ফেরাউন, আবু জাহল এবং মোহাম্মদ হুসেন বাটালবীর মধ্যে।

নবী বা রসুলের মিশনকে জয়যুক্ত করার জন্যে আনুগত্যের বিশেষ প্রয়োজন। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আঁ হজরত (দঃ) এর এত অনুগত ছিলেন যে, অন্য কোন নবীর সাহাবাগণ এ প্রকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেনি। একটি উদাহরণ দিলে কথাটা আরও সত্য বলে প্রমানিত হবে। কোন এক সময় আঁ হজরত (দঃ) মসজিদ নবুবীতে খোতবা দিতে ছিলেন। কোন এক সাহাবী গলীর পথে মসজিদের পানে আসছিলেন। এমন সময় ঐ সাহাবী শুনতে পেলেন যে হুজুর (দঃ) কা'দের যেন বসতে বল্‌ছেন। তিনিও তৎক্ষনাৎ বসে পড়লেন এবং হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে মসজিদে পৌঁছলেন। এই হ'ল সাহাবায়ে কেরামের এতায়াতের নমুনা। পরবর্ত্তী কালে যে সমস্ত জেহাদ পরিচালনা করা হয়েছে তাতেও মুসলীম বাহিনী নেতার কথার উপর আনুগত্যের এমন সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন যা ইসলামের ইতিহাসে এখনও স্বর্ণোজ্জল হয়ে আছে।

পৃথিবীতে যত বড় বড় বিপ্লব সাধিত হ'য়েছে আনুগত্য তা'র পিছনে অনেক খানি কাজ ক'রেছে। যারা দিগ্বিজয়ী বীর তাদের সেনা বাহিনীর মধ্যে এহেন আনুগত্য লক্ষ্য করা যায় এবং যার কারণেই তারা বিরাট বিরাট অভিযানে সফলতা লাভ ক'রেছিলেন। শুনেছিলাম হিটলার যখন পর্বত গুহায় তাঁর গুপ্ত কক্ষে অবস্থান করছিলেন, তখন তাঁর এক বন্ধু তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন "তুমি যে পৃথিবী বিজয়ের পরিকল্পনা করছ, তোমার কি শক্তি আছে?" হিটলার তাঁর কলিং বেলে টিপ্ দিতেই একজন সিপাহী আসল, তিনি হুকুম করলেন Jump; সিপাহীটি পর্ব্বতের উপর থেকে লাফ দিয়ে প্রাণ দিল। এইভাবে তিনবার তিনি আদেশ করলেন এবং তিনজন সিপাহী নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও পর্বতের উপর থেকে লাফ দিয়ে তা'দের নেতার কথায় প্রাণ দিল। ইসলাম এবং আহ্‌মদীয়তের বিজয়কে তরান্বিত ক'রতে হ'লেও আমাদিগকে এহেন আনুগত্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন ক'রতে হবে এবং আল্লাহর ফজলে আমাদের জমাতের লোক সে সৌভাগ্যের অধিকারী। অধিকাংশ লোকই ঐ রকম। একটি উদাহরণের মাধ্যমে তা'র প্রমান পাওয়া যাবে। সে বার ১৯৭৯ সনে রাবওয়ার এজতেমায় গিয়েছিলাম। হজরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। প্যাণ্ডেলের বাইরে কিছু খোদ্দাম দাঁড়িয়ে ছিল। হুজুর তাদের ব'সতে বললেন। বলার দেরী নাই সবাই যে যেখানে পারলো বসে পড়লো। আমি

দুনিয়ার কোন সভায় এ দৃশ্য অবলোকন করিনি। সেই দিন থেকে আমার মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে এ জমাত বিফল মনোরথ হ'তে পারে না।

নবী বা রসুলের মৃত্যুর পর তাঁর আরব্ধ কার্য্য সমাধানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় খেলাফত আল্লাহ্‌র তরফ থেকে। কিন্তু এই খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না ক'রলে রসুল এবং আল্লহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা হয় না।

খলিফার এতায়াতের ব্যাপারেও মানুষ ভুল ক'রে বসে। সেও নিজের অহমিকার জন্যে। যেমনঃ মোহাম্মদ আলী সাহেব হজরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারেননি। কেননা তিনি মনে করতেন যে, তিনি খুব জ্ঞানী এবং জমাতের এত খেদমত করেছেন যে তিনিই একমাত্র খলিফা হওয়ার উপযুক্ত। তাঁর বুঝা উচিৎ ছিল যে খলিফা আল্লাহ কর্ত্তৃক মনোনীত হয়। ইচ্ছা করে বা দুনিয়াবী জ্ঞানের বদৌলতে খলিফা হওয়া যায় না। খলিফার প্রতি কি প্রকারের আনুগত্য প্রদর্শন করা উচিৎ তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। হজরত ওমর (রাঃ) এর খেলাফতের সময় হজরত খালিদ বিন ওলিদ (রাঃ) এর নেতৃত্বে মুসলমানগণ একটার পর একটা রাজ্য জয় ক'রতে লাগলেন। এমনকি মুসলমানদের মধ্যে এমন একটি ধারনা সৃষ্টি হ'য়ে গেল যে, হজরত খালিদের বীরত্বের জন্যেই এই রকম সফলতা লাভ করা যাচ্ছে। যেহেতু এটা শিরকের সামিল ছিল। তাই হজরত ওমর (রাঃ) হজরত খালিদকে পদচ্যুত করে হজরত আবু ওবায়দা (রাঃ)-কে নেতৃত্ব দিলেন এবং হজরত খালিদকে তাঁর অধীনে সাধারণ সৈন্যের মত যুদ্ধ ক'রতে বললেন। হজরত খালিদ বিনা বাক্য ব্যয়ে খলিফার আদেশ পালন করলেন। এই ভাবে তিনি ইসলামের ইতিহাসে খলিফার প্রতি আনুগত্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ রেখে গেলেন।

এর পরে আসে খলিফার প্রতিনিধি আমীরের উপর আনুগত্যের প্রশ্ন। ইসলামের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায়, আমীরের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করার ফলেই ক্রমে ক্রমে তা খলিফার প্রতিও অবাধ্যতার সৃষ্টি ক'রেছে। সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, আঁ হজরত (দঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এতায়াত করে নিশ্চই সে আল্লাহর এতায়াত করে। যে ব্যক্তি আমার নাফরমানি করে নিশ্চয়ই সে আল্লাহর নাফরমানি করে। যে ব্যক্তি আমার আমীরের এতায়াত করে সে নিশ্চয়ই আমার এতায়াত করে। যে ব্যক্তি আমার আমীরের নাফরমানি করে নিশ্চয়ই সে আমার নাফরমানি করে।" বোখারী, মোসলেম ও মেশকাত।

ঠিক এমনি ভাবে আসে জমাতের অন্যান্য কর্মকর্ত্তাদের কথা। তাঁদের প্রতিও অনুগত হওয়া প্রয়োজন এবং সহযোগীতা করা প্রয়োজন যেন আল্লার রহমতে জমাতের কাজ দিন দিন উন্নতির পথে এগিয়ে যায়।

দেশের শাসন কর্ত্তার প্রতিও আনুগত্য প্রদর্শনের গুরুত্ব কম নয়। অত্যাচারী জালেম বাদশাহ হ'লেও তার অনুগত হওয়া প্রয়োজন এবং এ'বাদশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা নিষেধ। তার সংশোধন এবং তার পরিবর্তে অন্য শাসণ কর্ত্তার জন্য দোয়া করা উচিৎ। এমন কি যদি তার অত্যাচারে দেশে না থাকা যায় তবে হিজরতের জন্যেও বলা হয়েছে। হিজরতের পরে তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা

যায়। আঁ হজরত (দঃ) বলেছেন, হাবশী গোলামও যদি তোমাদের হুকুমত করে তবে তার অনুগত হও। মোট কথা ইসলামে কোন প্রকার বাগাওয়াত বা বিদ্রোহের অবকাশ নেই এবং এর মধ্যেই সত্যিকারের মঙ্গল।

এর পরে আসে পিতা-মাতা এবং গুরুজনদের প্রতি আনুগত্য। আল্লাহ্ তায়ালা পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়াকে গুরুতর অপরাধ এমন কি মনে হয় যে, শিরকের সামিল করে দিয়েছেন, যেমন: তিনি বলেছেন "লা তুশরিক বিল্লাহ্ ওয়া বেল ওয়ালে দাইনে এহসানা" আল্লাহ্র শরীক করো না এবং পিতা মাতার প্রতি এহসান কর। পিতা-মাতার যে কোন হুকুম তা যদি আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসুলের হুকুমের বিরোধী না হয় তবে তা পালন করা অবশ্য কর্তব্য। এমনকি পিতা যদি তার ছেলেকে তার বিবি তালাক দিতে হুকুম করেন ত'বে তাও ক'রতে হবে। সমাজে যাঁরা গণ্যমান্য এবং বয়োজেষ্ঠ তাঁদের হুকুম পালন করার প্রতিও ইসলাম উৎসাহ দিয়েছে।

যৌবনের বয়স চঞ্চলতার বয়স। কোন প্রকার অন্যায় অসত্যকে এ বয়সে সহ্য করা যায় না। যে কোন মুহূর্ত্তে যুবক ভুল করে ব'সতে পারে। তাই এ বয়সে আহমদী যুবকের নিজ জীবন সুশৃঙ্খল করার জন্যে আনুগত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এজন্যেই আমাদের প্রিয় ঈমাম হজরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) খোদামুল আহ্মদীয়া কায়েম করে গেছেন। তাঁর এই এহসানের জন্যে প্রতিটি খাদেমের তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিৎ। আল্লাহ্ তাঁকে যাজায়ে খায়ের দান করুন।

আহ্মদী যুবক, যে ভবিষ্যতে জমাতের নেতৃত্ব দেবে তার তা'লীম তরবীয়তের দায়িত্ব মজলিসে খোদ্দামুল আহ্মদীয়ার। আর এ'দায়িত্ব পালন তখনই সম্ভব হ'তে পারে যখন প্রত্যেক যুবক সংগঠনের নিয়ম কানুন মেনে চলবে এবং সংগঠনের কর্ম্মকর্ত্তাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে। সাধারণ খোদ্দামদের সদর থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন কর্মকর্ত্তা হালকা সায়েক পর্যন্ত সব কর্ম্মকর্ত্তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা প্রয়োজন। যখন যার কাজ আসে তখন তার হুকুম পালন করে তার সাথে পূর্ণ সহযোগীতা করে যেতে হবে। মোট কথা হুকুম পালন করার একটা তীব্র আখাঙ্খা মনের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে। হুজুর (রাঃ) এর কথায় "কে হুকুম দিল তা না দেখে কি হুকুম দিল তার প্রতি যেন লক্ষ্য হয়" তবেই সংগঠনের কাজ সুষ্ঠভাবে চলতে পারে। উন্নতির চাবি কাঠিও এই হুকুম মানার মধ্যে নিহিত। কথিত আছে যে, কোন এক সময় একটা উট যাচ্ছিল। তার নাকের সাথে যে রশিটি ছিল তা মাটি দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছিল। গর্ত থেকে একটি ইঁদুর বেরিয়ে এসে রশি ধরে টান দিতেই বিরাটকায় উট পিছন দিকে চলতে শুরু ক'রল। সে দেখল না যে কে রশি ধরে টানছে। এহেন ইতায়াতের নমুনা পেশ করতে পারলেই আমরা কৃতকার্য্য হ'তে পারব।

প্রসঙ্গতঃ ইতায়াতের কয়েকটি উসুল সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করছি। আল্লাহ্র রসুল এবং খলিফা আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত। সুতরাং তাঁদের কোন আদেশ কারও দৃষ্টিতে সঠিক মনে না হলেও মানতে হ'বে নতুবা তার ইমান নষ্ট হবে। এ কথায় বিশ্বাস পোষণ করতে হ'বে যে, আল্লাহর রসুল এবং খলিফা আল্লাহর নির্দ্দেশ মোতাবেকই কাজ করেন। যদি কোন ভুল তাঁরা করেন তাও আল্লাহর মানশা মোতাবেক হ'য়ে থাকে। আমীরের কোন আদেশ বা সিদ্ধান্ত কারও নিকট সঠিক মনে না

হ'লেও মানতে হ'বে। তবে তাঁকে বুঝানোর চেষ্টা করা যাবে সুন্দরতম পন্থায়। এর পরও যদি তাঁর সাথে একমত না হওয়া যায় তবে বিষয়টি তাঁর মাধ্যমে খলিফার নিকট পেশ করা যাবে। তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রকার অনাস্থা আনা যাবেনা বা কোন প্রকার ফেতনা বা প্রোপাগাণ্ডা করা গুনাহের সামিল হবে। জমাতের এবং মজলিসের অন্যান্য কর্মকর্তাদের বেলায়ও ঐ একই উসুল প্রযোজ্য।

ভাল একজন আহমদী হ'তে হ'লে একজন ভাল এতায়াতকারী হ'তে হ'বে। এ ব্যাপারে আমি জমাতের একজন বোজর্গের মতামত পেশ করে আমার প্রবন্ধ শেষ করতে চাই। ১৯৭০ সালে রাবওয়া থেকে ফিরে আমি তাহরীকে জাদীদের ওয়াকিলুল মাল জনাব শাবিবর আহ্‌মদ সাহেবের সাথে পত্রের আদান প্রদান করেছি। কোন এক পর্য্যায় তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে, কি ভাবে একজন আদর্শ আহমদী হওয়া যায়। তিনি লিখেছিলেন :—

"The main virtue of a good Ahmadi is to "hear and obey". This is the lesson that was taught to me in a dream when I devoted myself for the service of Jamat".

অর্থাৎ সত্যিকারের একজন ভাল আহ্‌মদী হ'তে গেলে তার মধ্যে "শুনলাম এবং মান্য ক'রলাম" এই মহান গুণ থাকতে হবে। আমি যখন জমাতের কাজের জন্যে আত্ম নিয়োগ করেছিলাম তখন স্বপ্নেও আমাকে ইহা শিখান হয়। পরিশেষে আমি দোয়া করি যেন আল্লাহ্ তায়ালা আমাদিগকে পূর্ণ এতায়াতকারী হিসাবে মৃত্যু দান করেন। আমিন! ওয়া আখেরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহে রব্বেল আলামিন।

* * *

"তোমরা সর্বদা সচেষ্ট থাক যেন কুরআন শরীফের এক বিন্দুবিসর্গও তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দেয় এবং সে জন্য যেন তোমরা ধৃত না হও ; কেননা বিন্দু পরিমাণ অন্যায়ও দণ্ডনীয়। সময় সংকীর্ণ এবং জীবনের কর্তব্য অনন্ত। দ্রুত চল, কারণ সন্ধ্যা আগতপ্রায়। যাহা কিছু উপস্থিত করিতে হইবে, তাহা পুনঃ পুনঃ দেখিয়া লও, যেন কোন কিছু থাকিয়া না যায় এবং শেষে যেন ক্ষতির কারণ না হয়, বা সকল কিছু পচা বা অচল বলিয়া বাদ্‌শাহের দরবারে অগ্রাহ্য না হয়।"

—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

'ওসিয়ত': অর্থনৈতিক মুক্তির সরল পথ

—শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কার্ল মার্কসের (১৮১৮-১৮৮৩) সব লেখাই প্রকাশিত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। এই সময়েই তাঁর চিন্তার পরোক্ষ কার্যকারীতা শুরু হয়ে গেলেও তার প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার লাভ করতে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। এবং তার ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে বর্তমান সময়ের সমাজবাদগুলিতে। মার্কসের প্রবর্তিত সমাজবাদকে বলা হয় বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ বা কম্যুনিজম্। মার্কসের সর্ব শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ক্যাপিট্যাল (Das Kapital) এই বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ ও ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে। এঙ্গেলসের সাহায্যে প্রকাশিত এই পরবর্তী খণ্ডগুলিকে কেউ কেউ মার্কসের 'মৃত্যুত্তর' প্রচেষ্টার ফল বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর জীবিত কালে প্রকাশিত খণ্ডে বিশ্লেষিত চিন্তাধারার সঙ্গে পরবর্তী কালের প্রকাশিত খণ্ডের চিন্তাধারার মধ্যে বৈষম্য লক্ষ্য করেই সম্ভবতঃ অমন কঠোর মন্তব্যটি করে ফেলেছেন তার কোনো কোনো সমালোচক। বলা হয়, ক্যাপিট্যাল একটি বহুল উদ্ধৃত অথচ খুব কম পঠিত গ্রন্থ। এই বইটিতেই মার্কস তাঁর মূল অর্থনৈতিক মতবাদের অবতারনা করেছেন, তাঁর সেই মতবাদের বিশদ ব্যাখ্যা দান করেছেন। তাঁর এই মতবাদকে ভাগ করা হয় দু'অংশেঃ

এক) উদ্বৃত্ত শ্রম ও উদ্বৃত্ত মূল্যের থিওরী (Theory of surplus labour & surplus value) বা শ্রম-মূল্য থিওরী (Labour value theory)

দুই) সচ্ছন্দে আত্মসাতের বিধি (Law of automatic appropriation) বা সহজ ভাবে পুঁজি-কেন্দ্রী ভবনের বিধি (Law of Concentration of capital)

১) উদ্বৃত্ত শ্রম ও উদ্বৃত্ত মূল্য (Surplus labour and surplus value):—মার্কসের লক্ষ্য ছিল সমাজের বিত্তশালী মানুষেরা কিভাবে বিত্তহীন মানুষদের শ্রম-শক্তিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে থাকে, তা প্রমাণ করে দেখানো। এই ধারণাটা চিন্তার বিবর্তনে এমন কিছু একটা নতুন ছিল না। মার্কসের অব্যবহিত পূর্বের অনেকেই এ ধারায় চিন্তা করে গেছেন। তবে, ইতিপূর্বে এ ধারার চিন্তাবিদরা এই ধারণাটার যে ব্যাখ্যা দান করে গেছেন, তা ছিল প্রধানতঃ এবং মূলতঃ সমাজগত। ব্যক্তি মালিকানা এবং সম্পদের অসম বণ্টন এই দুটি ক্ষেত্রই ছিল তাঁদের আলোচনা সমালোচনার স্থল। কার্ল মার্কস এই ধারনাটির সত্যিকারের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দান করলেন প্রথম। তিনিই প্রথম প্রচলিত বিনিময়-ধারণার (Conception of exchange) বিরুদ্ধে তাঁর কঠোর লেখনী চালিয়ে গেলেন। তিনি প্রমান করে দেখাতে চেষ্টা করলেন যে, বিনিময়ের একটি অপরিহার্য পরিনতি হিসেবে শোষণ (exploitation) সমাজ জীবনে সকল সময়ই বিদ্যমান থাকবে। কারণ, এই বিনিময়

মানবজীবনের একটি অর্থনৈতিক প্রয়োজন এবং সে কারণেই মালিক ও শ্রমিক উভয়কেই এই ব্যবস্থাটির নিকটে নতি স্বীকার করতে হয়।

মার্কসের মতে শ্রম কেবল মূল্যের পরিমাপ এবং হেতুই নয়, ইহা মূল্যের সারসত্তাও বটে। অবশ্য উপযোগীতা যে মূল্যের একটি প্রয়োজনীয় অবস্থা এমন কি মূল্যের প্রয়োগক্ষেত্রে ইহাই যে একমাত্র বিবেচ্য বিষয় তাও অস্বীকার করেননি তিনি। তবে বিনিময়ের ক্ষেত্রে এই উপযোগীতা মূল্যের পুরোপুরি যথার্থ নির্ণয়ে সক্ষম নয়, এটাই তার কথা। তিনি বলেন যে, প্রতিটি দ্রব্যের মধ্যে যে পরিমান মানবীয় শ্রম ক্রেলাসিত (crystallised) বা নিহিত থাকে, তাহাই সেই দ্রব্যের মূল্য। এবং শ্রমের পরিমানের কম বেশীতেই দ্রব্যের মূল্যের কম বেশী হয়ে থাকে। এক কথায়, শ্রমই দ্রব্যের বিনিময় মূল্য। যেমন, একটি দ্রব্য উৎপাদন করতে যদি দশ ঘণ্টা শ্রমের প্রয়োজন হয়, তবে সেই দ্রব্যের বিনিময় মূল্য হবে দশ ঘণ্টার শ্রমের সমান।

পুঁজিপতি মজুর খাটানোর শর্ত মাফিক উৎপাদিত দ্রব্যটির বিক্রয় বা বিনিময়ের অধিকার নিজের আয়েত্তে রেখে দেয়। এবং শ্রমিককে তার শ্রম-শক্তির (Arbeits Kraft) দাম হিসেবে একটা মজুরী দিয়ে দেয়। এই শ্রমশক্তি অর্থাৎ কায়িক শ্রম শ্রমিক পুঁজিপতির কাছে আর দশটা দ্রব্য সামগ্রীর মতই বিক্রয় করে থাকে। এই যে শ্রমশক্তি ইহার মূল্য হচ্ছে শ্রমিককে খাটানোর উপযোগী রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জীবিকা ইত্যাদির মূল্য। এই শ্রমশক্তি উৎপাদনের জন্য 'প্রয়োজনীয় পরিমানে শ্রম' অর্থাৎ প্রয়োজনীয় জীবিকা ইত্যাদির মূল্যই শুধু দিয়ে থাকে পুঁজি পতি। কিন্তু এই মূল্য শ্রমিক যে দ্রব্য উৎপাদন করে তার মূল্যের সমান নয়, বরং অনেক কম। অর্থাৎ মানবীয় শ্রম সকল ক্ষেত্রে তার মজুরী হিসেবে প্রাপ্ত শ্রমের মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী শ্রমের মূল্য উৎপাদন করে থাকে। শ্রমের এই অধিক মূল্য সব ক্ষেত্রেই পুজিপতির পকেটে চলে যায়। মার্কস এই অধিক মূল্যকেই বলেছেন উদ্বৃত্ত মূল্য (Mehr werth অর্থাৎ Surplus value)। অর্থাৎ ধরা যাক, শ্রমিক তার দশ ঘণ্টার শ্রমের মধ্য থেকে পাঁচ ঘণ্টার মূল্য পায়, এবং বাকী পাঁচ ঘণ্টার মল্য পুঁজি পতি অনায়াসেই পকেটস্থ করে। তাকে এই পাঁচ ঘণ্টার জন্য কোনো মূল্যই দিতে হয় না। শ্রমিক প্রথম পাঁচ ঘণ্টা তার জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ করে, তার মূল্য পায়; কিন্তু পরবর্তী পাঁচ ঘণ্টার কাজ যে খামাখাই করে, তার জন্য কোনো মূল্যেই সে পায় না। এই যে পরবর্তী পাঁচ ঘণ্টার শ্রম, যার জন্য শ্রমিক কিছুই পায় না,—তাকেই উদ্বৃত্ত শ্রম বা Surplus Labour বলেছেন মার্কস।

পুঁজি পতি যদি অধিকতর লাভবান হওয়ার ইচ্ছা করে, তবে সে উদ্বৃত্ত শ্রমের সময় বাড়িয়ে দেয়। সে ক্ষেত্রে বাড়ানো সময়টুকুর সবটাই পুঁজি পতির লাভ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। অপর পক্ষে, জীবিকা বা জীবনযাপনের খরচা কমান, উন্নত শিল্প-সংস্থা ও জনকল্যানমূলক প্রতিষ্ঠান গঠন, নারী ও শিশু শ্রমিক নিয়োগ করন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রমিকের জীবিকার্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের পরিমাণ কমায়ে ফেলেও তার লাভের মাত্রা বাড়াতে পারে পুঁজিপতি। মোট কথা, মার্কস দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, শ্রমিককে কী করে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত রাখে পুঁজিপতি।

'দাস ক্যাপিট্যাল' গ্রন্থটির নামকরণ থেকেই ধরে নেওয়া যায় যে, এই পুস্তকটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়

হচ্ছে ক্যাপিট্যাল বা পুঁজি। সুতরাং এ সম্পর্কেও তাঁর মতামত জানা দরকার। তার মতে পুঁজি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বন্ধ্যা ; এবং শ্রমই উৎপাদনের সামগ্রিক উৎস। পুঁজিকে তিনি ভাগ করেছেন দু' শ্রেণীতে ঃ

(এক) পরিবর্তনশীল বা অনিত্য পুজি (Variable Capital)

(দুই) স্থির বা নিত্য পুজি (Constant Capital) অনিত্য পুঁজি বা Variable Capital কে এর আগে বলা হতো মজুরী ফাণ্ড বা Wage fund। পুঁজির এই হিস্যা দিয়ে শ্রমিকের বেতন বা খাওয়া পরার ব্যয় নির্বাহ হয়ে থাকে। এই ফাণ্ড প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনে সহায়তা না করলেও এই ফাণ্ডের টাকা খেয়েই শ্রমিক তাঁর শ্রমের মূল্য এবং উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন করে থাকে।

নিত্য পুঁজি বা (Constaul Capital) যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সরবরাহের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিকের কাজে সহায়তা করে থাকে। তবে ইহা শুধু তার মূল্যই উৎপাদন করে উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন করে না।

২। পুঁজির কেন্দ্রীভবন বিধি (Law of concentration or expropriation of Capital) :—

পুঁজির কেন্দ্রীভবন বা একত্রীভূত হওনের বিধি-কানুন অর্থাৎ বিপুল পরিমানে উৎপাদন (Growth of Production on large scale), অতি উৎপাদন, পল্লী এলাকা থেকে শহর এলাকায় জনসমাগম, শিল্পকারখানার সংকট (crisis), দারিদ্রের ব্যাপকত্ব এবং সর্বোপরি জয়েণ্ট স্টক কোম্পানিগুলোর দ্রুত উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রভৃতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে মার্কস দেখাতে চেয়েছেন যে, এই পথে এমন একদিন এসে যাবে যেদিন ব্যক্তি স্বার্থ এবং ব্যক্তি সম্পত্তির জায়গা সমাজীয় এণ্টার প্রাইজের এবং সমাজীয় যৌথ সম্পত্তির প্রতিষ্ঠা আপসে আপ সম্ভব হয়ে যাবে। (ক্রমশঃ)

* * *

"তাঁহার একত্ব জগতে প্রচার করিতে নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কর। তাঁহার সৃষ্টজীবের প্রতি দয়া কর এবং তাহাদের প্রতি নিজ জিহ্বা বা হস্ত দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে উৎপীড়ন করিও না এবং সর্বদা সৃষ্ট জীবের উপকার সাধনে তৎপর থাক। কাহারও প্রতি, সে তোমার অধীন হইলেও, অহঙ্কার দেখাইও না এবং কেহ গালি দিলেও তুমি তাহাকে গালি দিও না। নম্র, ধৈর্যশীল, সাধু এবং জীবের প্রতি দয়াশীল হও, যেন খোদাতায়ালার নিকট তোমরা গ্রহণীয় হইতে পার।"

—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

থমাস কার্লাইলের দৃষ্টিতে

নবী সম্রাট হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)

—আমির হোসেন খান, এম, এস, সি

থমাস কার্লাইল তাঁর "হিরো এণ্ড হিরো ওয়ারশিপ" নামক এক পুস্তকে ইসলাম ধর্মের পবিত্র নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর চারিত্রিক সৌন্দর্য্য ও গুণাগুণ পর্য্যালোচনা করে পাশ্চাত্যের সুধী সমক্ষে উপস্থাপিত করেছেন। পবিত্র নবী (সাঃ)-এর জীবন দর্শন ও ধর্মের সত্যতা সম্পর্কে আলোকপাত করে উক্ত পুস্তকে অনেক যথার্থ উক্তির সমাবেশ রয়েছে। ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের প্ররোচনায় খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ মোহাম্মদ (সাঃ) এর পূত চরিত্র ও তাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অবাস্তব যুক্তিতর্কের আশ্রয় নিয়েছিল লেখক সক্রিয়ভাবে তার মুলোৎপাটন করে দেখিয়েছেন। এই সমস্ত অন্ধ সমালোচক মোহাম্মদ (সাঃ) কে একজন প্রতারক ও ভণ্ড নামে যে সমস্ত অপবাদ দিয়ে আসছিল তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি এই পবিত্র নবীবরকে একজন মহান সংস্কারক রূপে আখ্যায়িত করেছেন। তার মতে মোহাম্মদ (দঃ)কে কোনক্রমেই একজন নিছক সুবিধা বাদী বলে নিন্দা করা চলেনা বরঞ্চ সুদৃঢ় অভিপ্রায়, অবিচলিত একনিষ্ঠতা অনমনীয় ইচ্ছাশক্তি ও অনুপম চরিত্র-মাধুর্য্যে মণ্ডিত তিনি একজন নবী ও মহা-পুরুষ। থমাস কার্লাইলের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি ও বর্ণনার চমৎকারীত্বে এ সমস্তই অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে. কর্লাইলের পূর্ববর্ত্তী খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ ভুল বিবৃতি সত্যস্খলন ও সত্য গোপনের মাধ্যমে হযরতের পূত চরিত্রকে ঘোর কলঙ্কিত করে চিত্রিত করেছিল খ্রীষ্টান প্রচারকদের এই স্বেচ্ছাকৃত মিথ্যা বর্ণনার স্বরূপ ও প্রকৃত সত্য প্রকাশের হীনম্মন্যতা সম্পর্কে থমাস কার্লাইল বেশ ভাল ভাবেই জ্ঞাত ছিলেন তাই তার লেখনীতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি ঘোষণা করেন, "যেই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে আমরা মোহাম্মদ (দঃ) কে একজন নিছক ষড়যন্ত্রকারী এবং মূর্ত্তমান মিথ্যাবাদী বলে জানি তাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্মকে এক হীনবুদ্ধি ও আনাড়ী কল্পনাজাল বলে বিবেচনা করি তা অনেকের কাছেই আজ অযৌক্তিক ও অসমর্থনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। সুচিন্তিতভাবে সে সমস্ত মিথ্যা বা একান্ত ঈর্ষাপ্রেষী হয়ে এই লোকটিকে (মোহাম্মদ দঃ কে) ঘিরে রাশিকৃত করা হয়েছে-তা বাস্তবিক-ভাবেই আমাদের জন্য একটা লজ্জাজনক বিষয়। 'পোকক' যখন 'গ্রটিয়োর' কাছ থেকে জানতে আগ্রহী হ'লো যে সে গল্পের প্রমাণ কোথায় যেখানে একটা কপোতকে বশীভূত করে মোহাম্মদ (দঃ)-এর কর্ণকুহর থেকে মটরশুটি চয়ণ করতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল এবং যাহা পরে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়ে এক স্বর্গীয় দূতরূপে তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশপ্রদানে রত থাকার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। 'গ্রটিয়ো' প্রতিউত্তরে জানিয়েছিল যে সে এর কোন প্রমাণ পায় নাই। এ সমস্ত অবান্তর প্রসঙ্গকে প্রত্যাখ্যান করবার সময়ই আজ এসে'ছ। মোহাম্মদ (দঃ) যে কোন ক্রমেই একজন শূন্যগর্ভ, নাটকীয়, উচ্চাভিলাষী কল্পনাকারী মাত্র ছিলেন না—তাহা আমরা জানি; তাঁকে এই

পরিচয়ে আমরা কোনদিনই চিন্তা করতে পারি না। কথা ও কাজে কোনদিন মিথ্যার আশ্রয় নেন নি তিনি। কোনরূপ কপটতা বা বুদ্ধিহীনতার পরিচয় তাঁর জীবন থেকে আমরা পাইনা প্রকৃতির অসীম বক্ষঃস্থল হতে উদ্ভূত এক তীক্ষ্ণপ্রভ জীবন প্রবাহের সার্থক প্রতিফলনই বরং আমরা তাঁর মাঝে প্রতিভাত হতে দেখি।"

পবিত্র নবীর নবুয়তের দাবীর সত্যতার অবলম্বনে পবিত্র কোরা'ন বেশ কিছু যুক্তির অবতারণা করেছে ইসলাম ধর্মের প্রবর্ত্তক এই নবী (মোহাম্মদ দঃ) কোনরূপ লেখাপড়া জানতেন না তথাপি তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীকে একটি মনোরম নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্যস্নাত, সুস্পষ্ট ধর্মীয় মৌলিক তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ পুস্তক প্রদান করেছেন। পূর্বে অবতীর্ণ সমস্ত ধর্মীয় পুস্তকাদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন ব্যতিরেকে কোন মানুষের পক্ষেই এমনিধারা পুস্তক রচনা সম্ভব পর নয়। কিন্তু এই পবিত্র রসুল একদিনের জন্যও কোন বই পড়েন নাই। তিনি যেমন পড়তে ও পারতেন না তেমনি লিখতেও জানতেন না এবং এই দু'কাজের অক্ষমতাই তাঁর সত্যতা ও যথার্থতার সমর্থনে প্রত্যয় জনক প্রমান স্বরূপ এই দিকে দৃষ্টিপাত করেই পবিত্র কোরা'ন বলেঃ

"এবং তুমি ইতিপূর্বে কোন বই পড় নাই, তোমার দক্ষিন হস্ত দিয়ে কোন প্রতিলিপি ও লিখ নাই তা'হলে সেক্ষেত্রে মিথ্যাবাদীরা কি সন্দেহ করতে পারে।" (২৯ সুরা, ৪৮ আয়াত)। ঠিক এমনি একটি ধারণার প্রয়াসী হয়ে থমাস কার্লাইল যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তা হচ্ছেঃ

"আমাদের একটি বিষয় ভুলে গেলে চলবেনা যে মোহাম্মদ (দঃ) কোনদিন বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করেন নি। বিদ্যালয় জনিত শিক্ষা বলতে আমরা যা কিছু বুঝি তা কোনদিনই তিনি নিতে পারেন নি। সে সময়ে আরবদেশে লেখার কায়দা কানুন সবে মাত্র সূচনা লাভ করে কিন্তু একথা সর্বজন স্বীকৃত যে মোহাম্মদ (দঃ) কোনদিনই লিখতে জানতেন না, দিগন্ত বিস্তৃত অসীম আকাশের নীচে বসে তিনি স্বচক্ষে যা দেখতেন এবং নিজমনে যা ভাবতেন তার বেশী কিছু জানা ওই অজ্ঞাত ও নির্জন স্থান থেকে কিছুতেই সম্ভবপর ছিলনা। কাজেই পুস্তকলব্ধ কোন প্রকার জ্ঞানের বিকাশই যে তার হ'তে পারেনি একথা ভেবে নিতে আমাদের খুব কষ্ট হবার কথা নয়। তিনি স্বচক্ষে যা দেখতেন অথবা আরবের নির্জন মরুকে নিশ্চিত অনিশ্চিত উড়ো খবর যা তার শ্রুতিগোচর হত-তা-ছাড়া অন্য কোন কিছু জানাই তার পক্ষে সম্ভবপর হতনা। পৃথিবীর সবত্র যে অপার জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারা বিরাজমান তার তুলনায় নিজ থেকে তিনি আর কতটুকুই বা জানবেন। সমধর্মী এমন কেই বা ছিল যে শত যোজনের দূরত্ব এড়িয়ে আলোকশিখার মত এই মহান হৃদয়ের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ করবেন। তাই বিজন মরুপ্রদেশে প্রকৃতি ও তাঁর নিজস্ব ধ্যান ধারণার একান্ত নির্জনতায় তিনি সময় কাটিয়েছেন এবং বয়োপ্রাপ্ত হয়েছেন।

সমগ্র মানজাতির পুনঃসংস্কারের জন্য যখন ইসলামের এই নবী ঐশ্বরিক আহ্বান প্রাপ্ত হন তখন তাঁর বয়স ছিলো ৪০ বৎসর। এর পূর্বে তিনি আরবদের 'মধ্যে আল্ আমীন' বলে খ্যাত ছিলেন। আল্-আমীন' মানে সত্যবাদী বা বিশ্বস্ত; তাঁর চিরন্তন সত্যবাদীতার জন্যই এই সুখ্যাতি তাঁকে ভূষিত করেছিল কারণ সমস্ত জীবনের পট ভূমিতেও একটি মাত্র মিথ্যা কথা বলার অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত ছিলেন না। শুচিশুদ্ধ এই নবীবরের

দাবীর সমর্থনে পবিত্র কোরা'ন এপ্রসঙ্গে যথাযথ যুক্তির অবতারনা করেছে। কোরা'নের যুক্তি হ'লো এই যে বিরুদ্ধ বাদীগণের স্বীকৃত অভিমত অনুসারেই যখন একথা সুস্পষ্ট যে মোহাম্মদ (দঃ) ব্যক্তিগত কোন সুবিধার জন্য তাঁর জীবনে কখন কোন মিথ্যা কথা বলেননি তখন যৌবনের উচ্ছলতা ও উত্তেজনার অন্তলগ্নে নিজস্ব অসুবিধা ও ক্ষয় ক্ষতির সমূহ ঝুকি নিয়ে তিনি কিরূপে মিথ্যাকথা বলতে পারেন? এইকাজ করাতে তার ত কোন লাভ ছিলনা কারন ইসলাম তথা এর সত্যপ্রচারের আমোঘ বানীই তাঁর জন্য নিষ্ঠুর নির্যাতন বয়ে এনেছিল," নিম্নে বর্ণিত কোরা'নের আয়াতে সেই যুক্তিরই অবতারণা করা হয়েছে ঃ

"বস্তুত তোমাদের মাঝে ইতিপূর্বে আমার জীবনের একটা অংশ আমি কাটিয়েছি তোমরা কি তা সত্ত্বে ও বুঝতে পারনা ..... ।" (সুরা ১০, আয়াত ১৬)।

এই প্রসঙ্গে থমাস কার্লাইল যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তা' এইরূপ ঃ—

"কিন্তু শৈশব থেকেই তাঁকে খুব চিন্তাশীল থাকতে দেখা যেত। সঙ্গী সাথীরা তাঁকে 'আল্-আমীন' বা বিশ্বাসী বলে অভিহিত করেছিল। বাস্তবক্ষেত্রে ও তিনি ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের ধাজাধবারী। কথায় কাজেও কল্পনায় কখনই তিনি সত্যকে বিস্মৃত হন নাই। তাঁর সমস্ত কাজই ছিল অর্থবহ। তিনি ছিলেন মিতভাষী যেখানে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন সেখানে তিনি থাকতেন নীরব। কিন্তু যখন কথা বলতেন তখন তা সরল, জ্ঞানগর্ভ ও প্রাসঙ্গিক অর্থে প্রতিপাদ্য বিষয়কে আলোকিত করে তুলত। উত্তম ও উপযোগী কথার ধরণ এমনি হওয়াই উচিত। সমস্ত জীবন ধরে আমরা তাঁকে একজন নিরেট, ভ্রাতৃসদৃশ এবং অকৃত্রিম মানবরূপে দেখেছি। এক-দিকে যেমন ধীর ও সরল অন্যদিকে তেমনি অমায়িক, স্নেহশীল ও মিশুক। তাছাড়া রসিকতা করাও তাঁর চরিত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। এমন অনেক লোক আছে যাদের রসিকতার কৃত্রিমতা সহজেই চোখে পড়ে, যথার্থ হয়ে উঠেনা। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারেও ছিলেন আদর্শের দাবীদার। আরবী লেখকদের লেখা থেকে আমরা জানি কি ভাবে তিনি খাদীজা নাম্নী এক ধনাঢ্যা বিধবার সাথে পরিচিত হন, পরে তারই ব্যবসার তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে সিরিয়া যাত্রা করেন এবং তদারকীর কাজে বিশেষ বিশ্বস্ততা ও নিপুনতার পরিচয় দেন। তাঁর প্রতি খাদীজার কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা রূপান্তরিত হয়ে আন্তরিক অনুরাগ সৃষ্টির মাধ্যমেই যে পরে তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে-তা একান্তভাবেই সুস্পষ্ট। বিবাহের সময় তাঁর বয়স ছিল ২৫ বৎসর আর খাদিজার ৪০ বৎসর কিন্তু বয়সের এই ব্যবধান তাঁদের দাম্পত্য সৌন্দর্যকে কোনদিন ক্ষুন্ন করেনি। সুগভীর প্রেম ও প্রণয় ডোরে আবদ্ধ হয়ে তিনি তাঁর এই পরিনীতা দাত্রীকে নিয়েই নির্মল প্রীতিপূর্ণ ও সুস্থ দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছেন। ভাওতামূলক কোন অপপ্রচারই তাঁর এ পবিত্র জীবনকে কলুষিত করতে পারেনা—কারণ উত্তেজনাময় বয়সের শেষ সীমা পর্যন্ত তিনি বিশেষ শান্ত, নির্মল ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করেছেন। তাঁর বয়স যখন ৪০ বৎসর, তখনই প্রথম তিনি ঐশ্বরিক আহ্বান বা নবুয়তের দাবীর কথা ঘোষণা করেন। সঠিক বা ভ্রান্ত যে সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁর চরিত্রের প্রতি আরোপ করা হয় তা তখন থেকেই মাত্র শুরু যখন তাঁর বয়স ৫০ বৎসর এবং যে সময়ে তাঁর স্ত্রী সাধ্বী খাদীজা ইন্তেকাল করেন। তাঁর সমস্ত জীবনের ইচ্ছাই ছিল সুন্দর ও নির্মলভাবে জীবন কাটান। একথা কি

সত্যিই অবান্তর নয় যে, বিলাস-ব্যসনের জন্য আর কোন সময় না পেয়ে যখন তিনি প্রায় বার্ধক্যের সীমায় উপনীত তখনই একযোগে সমস্ত রিপুর তাড়না ও লোলুপতা তাঁর বিবেককে জয় করে দিল এবং সম্ভোগ ও বাগাড়ম্বর প্রিয়তা তাঁর অতীত চরিত্র মাধুর্যকে বিনষ্ট করে দিয়ে তাঁকে নিছক অন্তঃসারশূন্য প্রবৃত্তির দাস বানিয়ে ফেলল? এই অশ্লীল প্রসঙ্গকে আমি কোনক্রমেই বিশ্বাস করি না··· প্রতারণামূলক এই ধারণা কিছুতেই প্রত্যয় যোগ্য ও গ্রহণীয় নয়, আমরা সম্পূর্ণরূপে এগুলিকে বাদ দিয়ে যাব এবং এই সমস্ত বাদ হওয়ারই উপযোগী।"

পবিত্র কোরানের শিক্ষা অনুসারে আমরা দেখেছি নবুয়তের মিথ্যা দাবীদার কোনদিনই তার অভীষ্ট সিদ্ধিতে কৃতকার্য হয় না। পবিত্র কোরান বলেঃ

"এবং যদি সে আমাদের বিরুদ্ধে কিছু মিথ্যা রচনা করতে প্রয়াসী হত, আমরা নিশ্চয়ই দক্ষিণ হস্ত কতৃক তাকে ধৃত করতাম. অতঃপর আমাদের দ্বারা তার জীবন শিরা কর্তিত হত এবং তেমোদের মধ্যে কেহই আমাদিগকে এর থেকে প্রতিরোধ করতে পারতোনা।"

(সুরা ৬৯, আয়াত ৪৪-৪৭)।

আবার কোরান বলেঃ—

"এবং যে মিথ্যা রচনা করে, তার অভিলাষ ব্যর্থ হয়।"

(সুরা ২০, আয়াত ৬১)।

আল্লার সত্য নবীগণকে ইহজগতে সহযোগিতা করা হয় এবং শত্রুর নির্যাতন যত প্রবলই হোক না কেন, পরিনামে তারাই বিজয়ী হন।

পবিত্র কোরানে আমরা পড়িঃ

"নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রেরিত পুরুষ এবং বিশ্বাসীগণকে এই পৃথিবীতে সাহায্য করে থাকি।"

(সুরা ৪০, আয়াত ৫১)।

আবারঃ—

"আল্লাহ্ লিপিবদ্ধ (নির্ধারিত) করে রেখেছেন আমি নিশ্চয়ই জয়লাভ করব, আমি এবং আমার রসুলগণ।

(সুরা ৫৮, আয়তে ২১)।

উপরে বর্ণিত কোরানের বিভিন্ন আয়াত থেকে এ সত্যই প্রতীয়মান হয় যে খোদা তাঁর নবীগণকে যে সম্মানে ভূষিত করেন অন্য কাউকেই তা দেন না। এবং যদি কোন প্রতারক খোদার মনোনীত আসনের অধিকারী বলে দাবী করে সে অচিরেই নিশ্চিহ্ন হয়। থমাস কার্লাইল এ প্রসঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত যুক্তির অবতারনা করেনঃ

"যে বানী এই মহাপুরুষের মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয়েছে আজ দীর্ঘ বারশ বছর ধরে সে বানীই প্রায় ১৮ কোটি মানুষের জীবনের পথ প্রদর্শক হয়ে রয়েছে। আমাদের মত এই ১৮ কোটি মানুষও আল্লার সৃষ্টি। অন্য যে কারো বাণী থেকে মোহাম্মদ (দঃ) এর বানীতেই আজ খোদা-তালার সৃষ্ট মানুষের একটা বিরাট অংশের বিশ্বাস। তাহলে একথা কি আমরা মেনে নেব যে বিধাতা কতৃক সৃষ্ট এতগুলি মানুষের জীবন মরনের অনুপ্রেরনা যে ধর্মবিশ্বাসে বলীয়ান তা নিছক এক শোচনীয় আধ্যাত্মিক ইন্দ্রজাল মাত্র? ব্যাক্তিগতভাবে আমি এ ধরনের কোন কল্পনায় বিশ্বাস রাখিনা-এর চেয়ে বরং অন্য অনেক বিষয় সম্পর্কে আমার বিশ্বাস ত্বরান্বিত হবে। ভ্রান্ত মতবাদ ও আনাড়ীপনা যদি এত সহজেই অনুমোদিত হত তাহলে এই পৃথিবী ও তার প্রকৃতি

সম্বন্ধে জানার প্রচেষ্টায় মানুষ বিভ্রান্ত না হয়ে পারত না। হায়, এই সমস্ত মতবাদ সবই দুঃখপূর্ণ। খোদার সত্য সৃষ্টি সম্বন্ধে সামান্যতম জ্ঞান আহরণের চেষ্টাও যদি আমাদের থাকে, তা'হলে সামগ্রিক-ভাবেই এগুলিকে আমাদের ভুলে যেতে হবে। যুগ যুগের অবিশ্বাস ও সংশয়বাদ থেকে এগুলির সৃষ্টি—শোচনীয় অধ্যাত্মিক অধঃপতনই এর প্রকাশ যা মানুষের আত্মাকে জীবন্মৃত করে দিয়েছে। আমার মতে এর চেয়ে অধিক পরিমানে আর কখন ও এই পৃথিবীর বুকে নাস্তিকতাবাদ প্রসার লাভ করেনি। যে লোক চুন, বালি ও জলের মিশ্রনের অনুপাত সম্পর্কে অজ্ঞ তার পক্ষে ইষ্টক নির্মিত প্রাসাদ উত্তোলন সম্ভব নয়। সে যদি চেষ্টা ও করে তবে বড় জোর ইট বালির একটা আবর্জনা স্তুপ তৈরী করতে পারে। দীর্ঘ বারশ বছর ধরে কোটি কোটি লোকের অবস্থিতির জন্য সমষের প্রতিকুলতা কাটিয়ে উঠা সে ইমারতের পক্ষে সম্ভবপর নয়। সেটা অবিলম্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। প্রত্যেক মানুষকেই প্রকৃতি তত্ত্ব ও সত্যের সাথে মিল রেখে চলতে হয়, নতুবা প্রকৃতিই স্বীয় কাজের জন্য তাকে দায়ী করে। যা আপাত সুন্দর কিন্তু প্রকৃত অর্থে সুন্দর নয় তার সৌন্দর্য অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। ধিক পৃথিবীর অনেক বড় বড় অধিনায়কদের যারা ভণ্ডামী ও প্রতারনার আশ্রয় নিয়ে ইহলোকে আপাত উন্নতি সাধণ করে যাচ্ছে। এ যেন ব্যাঙ্কের জাল করা কোন নোট এক অধমের হাত থেকে আর এক অধমের হস্তে হস্তান্তরিত হয়ে চলছে যাতে করে পরবর্ত্তী প্রাপককেই এর জালত্বের পুরো জ্বালাটা সহ্য করতে হয়। এইসব দেখেই প্রকৃতি তার রুদ্র রোষে ফেটে পড়েছে। ফরাসী বিপ্লব ও এমনিধারা বিদ্রোহের শিখা আজ চারিদিকে প্রজ্জ্বলিত। তারা সরবে একথাই বলতে চাচ্ছে যে মেকী চিরদিনই মেকী, মেকীর লোভে খাঁটিকে অবজ্ঞা করা চলেনা।"

* * *

"মানবজাতির জন্য জগতে আজ কোরান ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মশাস্ত্র নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তাফা (সাঃ) ভিন্ন কোনই রসুল এবং শাফী (যোজক) নাই। অবএব তোমরা সেই মহা গৌরবসম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না, যেন আকাশে তোমরা মুক্তিপ্রাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

প্রকৃত মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি কে? সেই, যে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ সত্য এবং মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যে যোজক স্থানীয় এবং আকাশের নিম্নে তাঁহার সমমর্যাদা বিশিষ্ট আর কোন রসুল নাই এবং কোরআনের সমতুল্য আর কোন গ্রন্থ নাই।

অন্য কোন মানবকেই খোদাতায়ালা চিরকাল জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার এই মনোনীত নবীকে তিনি চিরকাল জীবিত রাখিয়াছেন। তাঁহাকে জীবিত রাখিবার জন্য খোদাতায়ালা তাঁহার শরিয়ত এবং রুহানিয়াতকে (আধ্যাত্মিক শক্তিকে) কেয়ামত পর্যন্ত কল্যাণবর্ষী করিয়াছেন। অবশেষে আল্লাহতায়ালা এ যুগে তাঁহারই আধ্যাত্মিকতার প্রসাদে এই প্রতিশ্রুত মসিহ্কে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, যাহার আগমন ইসলামের প্রাসাদটিকে পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য একান্ত আবশ্যক ছিল।"

[প্রতিশ্রুত মসীহ্ হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) প্রণীত "কিশ্তি-এ-নূহ্" হইতে উদ্ধৃত]

আন্তরিকতার মাপকাঠি

—মুহাম্মদ খলিলুর রহমান
এম, এস-সি

বিশ্বাসের দৃঢ়তা :

আমরা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি যে আল্লাহ তা'লা আছেন। পবিত্র কুরআনের সুরা ফাতেহার শিক্ষা অনুযায়ী আমরা বিশ্বাস করি যে তিনি 'রাববুল আলামীন' অর্থাৎ তিনি সৃজন ও পালনকারী; আমরা বিশ্বাস করি যে তিনি অযাচিত ভাবে সৃষ্টি করেছেন এই বিশ্ব-চরাচর, অসংখ্য বস্তু-সামগ্রী, ও অগণিত প্রানী; তিনি সৃষ্টি করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান দিয়ে মানুষকে (সুরা আল তীন) এবং তাকে দান করেছেন আত্ম-প্রকাশের অপূর্ব ক্ষমতা (সুরা আল রহমান: ১ম রুকু); আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহতা'লা প্রত্যেক সৎকর্ম এবং প্রচেষ্টার সুফল দান করেন এবং তিনি বারবার দান করতেও কাপ'ণ্য করেন না; আমরা বিশ্বাস করি যে আল্লাহতালা শেষ বিচার-দিনের মালিক এবং তিনি মহাবিচারক; তাঁর চেয়ে আর কোন শ্রেষ্ঠতর বা মহত্তর বিচারক নেই (সুরা আল তীন্)। বস্তুতঃ আল্লাহতালা বিশ্বাসীদের জন্য পরম সম্পদ, তিনিই একমাত্র সাহায্যদাতা, রক্ষাকর্তা এবং পথ-প্রদর্শক।.....

কিন্তু প্রশ্ন হলো: এগুলো কি শুধু মৌখিক বিশ্বাসের কথা? এগুলো কি কেতাব-কোরআনের চিরাচরিত বুলি? যদি এগুলো সত্যি কথা হয়, তা'হলে যারা আল্লার উপর বিশ্বাস রাখে না অর্থাৎ নির্ভেজাল নাস্তিক, এবং যারা মৌখিক বিশ্বাস রাখে, কিন্তু কার্যতঃ আল্লাহ সম্বন্ধে উদাসীন তারা কি পৃথিবীর মাটীতে, আলো ও বাতাসে বসবাস করছে না? তারা কি জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, শক্তি ও সম্পদে উন্নতি করছে না? তবে কি আল্লার অস্তিত্ব বলতে যথার্থই কিছু নেই? অর্থাৎ বস্তুবাদী দার্শনিকদের কথাই কি সত্য যারা বলে: আল্লার অস্তিত্ব মানুষের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসীকতার বিকাশ ছাড়া কিছুই নয়? অথবা এ কথা কি সত্য যে, আল্লার এমনই নিয়ম যে, যারা তাকে বিশ্বাস করে না তিনি তাদের জন্যই সকল উন্নতির পথ প্রশস্ত করে দেন?

না, তা কখনই নয়! নিশ্চয়ই আল্লাহতালা আছেন এবং তিনি বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নাস্তিকতা, কপটতাপূর্ণ বিশ্বাস, (মোনাফেকাত) এবং অংশীবাদীতার (শির্ক) রজ্জু গুলোকে সাময়িক ভাবে ছেড়ে দিয়েছেন যেন এই শ্রেণীর মানুষ বুঝতে পারে যে তাদের স্বকল্পিত মতবাদ, পথ ও পন্থার মাধ্যমে তারা যে উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন করেছে তার পরিনাম কত মর্মান্তিক, কত বিভীষিকাময়, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। প্রশ্ন উঠ্তে পারে যে, করুণাময় আল্লাহতালা মানব জাতিকে এক ভয়ঙ্কর এবং মর্মবিদারী পরিণামের পথে তথা যুদ্ধ মহাযুদ্ধ, আযাব ও অশান্তির পথে ছেড়ে দিয়েছেন কেন? এ কথার উত্তর এই যে, খাঁটি সোনা তৈরী করতে হলে যেমন তাকে অগ্নিদগ্ধ করতে হয় তেমনি একটি খাঁটি মানব-সমাজ তৈরী

করার জন্য আযাবের তথা ঐশী—শাস্তিরও প্রয়োজন রয়েছে! কিন্তু যেহেতু আল্লাহতালা অত্যন্ত করুনাময় সেজন্যই তিনি ঐশীশাস্তি প্রেরণের পূর্বেই সাবধান-কারী প্রেরন করেন (সুরা বনীইসরাইল ঃ ১৬)। একই উদ্দেশ্যে তিনি লক্ষাধিক নবী, অবতার বা বানী-বাহক প্রেরণ করেছেন। তিনি নবী-সম্রাট হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে প্রেরন করেছেন পূর্ণতম আধ্যাত্মিক বিধান মহাগ্রন্থ কোরআনের শিক্ষা এবং আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য। বিগত চৌদ্দশত বছরে এই মহান শরীয়ত এবং মহা নবীর আদর্শকে নীতিগত ভাবে অসংখ্য মানুষ গ্রহণ করেছে এবং বিশ্ববাসী এ সম্পর্কে মোটামুটি ভাবে জানতেও পেরেছে। কিন্তু কার্যতঃ বিগত এক হাজার বছর ধরে এই মহান আধ্যাত্মিক বিধানের প্রতি যথার্থ আন্তরিকতা দেখানো হয় নাই। এই ঐশী-নির্দেশিত সমাজ-ব্যবস্থা অন্যান্য পার্থিব মতবাদের ন্যায় ক্রমান্বয়ে ব্যক্তি ও গোষ্ঠিবিশেষের স্বার্থ-প্রণোদিত অপ-প্রয়োগের ফলে বিকৃত রূপ পরিগ্রহ করেছে, কুসংস্কার, কুব্যাখ্যা এবং অপব্যাখ্যায় মুসলিম সমাজ হয়েছে শতধাবিচ্ছিন্ন। ইসলামের শুধু মাত্র নাম এবং কোরআনের শুধু অক্ষরগুলো অধিকৃত রয়েছে যেভাবে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) পূর্বাহ্নেই বলে গিয়েছিলেন (বুখারী, মেশকাত হাদীস)। কোরআন করীমেও বিগত এক হাজার বছরের এইরূপ অবস্থার কথা বলা হয়েছে; অতঃপর আল্লাহতালা নিজেই সত্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সুব্যবস্থা করবেন তারও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে (সুরা সেজদা ঃ ৬)।

আহ্‌মদীয়া আন্দোলন ঃ

যে আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাকে মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লার নির্দেশে মানব জাতির সামনে তুলে ধরেছেন তার বিশ্বব্যাপী প্রচার এবং প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনের প্রতিশ্রুতি ছিল। আল্লাহ্‌তালা বলেছেন ঃ "তিনিই এই রসুলকে প্রেরণ করেছেন সত্য হেদায়েত সহকারে এবং তিনিই এই সত্য ধর্মকে সকল ধর্মের ওপর বিজয়ী করবেন" (সুরা আল-সাফঃ ১০ এবং সুরা আল-তওবাঃ ৩৩)। আল্লাহ্‌তালা সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একচ্ছত্র অধিপতি, সারা বিশ্বের মহানিয়ন্তা, তিনি যে কথা এই মহাগ্রন্থ কোরআন করিমে বলেছেন এবং যে পবিত্র কোরআনের সত্যতা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট, যে পবিত্র কোরানের প্রতিটি শব্দ হাজার হাজার লোক যুগ যুগ ধরে কণ্ঠস্থ করে আসছে এই কারণে যে, কোন সময়ে যেন এই মহান আধ্যাত্মিক বিধানে কারও সামান্যতম সন্দেহ না জন্মে এবং কেহই যেন এই পবিত্র কোরআনের একটি অক্ষরও পরিবর্তন করতে না পারে, সেই আল্লাহতালার বাণী, সেই কোরআন করিমের বাণী কখনই মিথ্যা হতে পারে না। সেই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্‌তালা যথা সময়ে ইসলামের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ প্রচারের জন্য হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) কে প্রেরণ করেছেন। তিনিই একাধার আগমনকারী ইমাম মাহদী (আঃ) এবং প্রতিশ্রুত মসীহ বা ঈসা (আঃ), এবং অন্যান্য ধর্মের জন্য প্রতিশ্রুত মনুষ্যপুত্র মসীহ, শেষ যুগে আগমনকারী মহাসংস্কারক, কলি যুগের প্রতিশ্রুত কল্কি-অবতার, বুদ্ধ মৈত্তেয়, পার্শী ধর্মের প্রতিশ্রুত সুস্যান বা মসিদর বহরমী এবং তিনিই প্রতিশ্রুত মাহদীমীর।

হযরত মসীহ্ মাউদ (আঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া আন্দোলন অশান্ত পৃথিবীর জন্য এক শান্তিময় পথের সন্ধান দিয়েছে, যুক্তিপূর্ণ, হৃদয়গ্রাহী ও কুসংস্কারমুক্ত জীবন-ব্যবস্থাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে। যদিও অল্প সময়ের মধ্যে বর্তমানে সারা

দুনিয়ার এক কোটীর মত লোক এই মহান আধ্যাত্মিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছে বলে জানা গিয়েছে, তবুও ইহা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, অধিকাংশ মানুষ আজও তাঁকে গ্রহণ করে নাই। যারা এখনও তাঁকে গ্রহণ করে নাই তাঁদের সম্বন্ধে আল্লাহতালা জানিয়েছেন যে, আল্লাহ এবং তাঁর রসুল বিজয়ী হবেন, তিনি মহাপরাক্রমশালী আক্রমন দ্বারা তাঁর রসুলের সত্যতা প্রতিপন্ন করবেন। আল্লাহতালা আরও জানিয়েছেন যে, দুনিয়ায় একজন 'নজীর' বা সাবধানকারী এসেছে, দুনিয়া (অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষ) তাঁকে গ্রহণ করে নাই, কিন্তু আল্লাহ তাঁকে মনোনীত করেছেন এবং মহাপরাক্রমশালী আক্রমন দ্বারা তাঁর রসুলের সত্যতা প্রতিপন্ন করবেন।

নয়া-আসমান ও নয়া যমীন :

যতই দিন যাচ্ছে ততই দিকে দিকে আহমদীয়া আন্দোলনের সত্যতা ছড়িয়ে পড়ছে, এক অদৃশ্য হস্ত চালনায় বিশ্বের রূপ পরিবর্তিত হচ্ছে—নতুন পরিবেশ, নতুন আসমান ও নতুন যমীন সৃষ্টির সাড়া পড়ে গিয়েছে কে রোধ করতে পারে সত্যের এই প্রবল স্রোতধারাকে ? ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে সেই শক্তি তাকে আপাতঃদৃষ্টিতে যতই প্রবল ও পরাক্রান্ত মনে করা হোক না কেন। হযরত মসীহ মাউদ (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন—সেই সময় দূরে নয় যখন সারা বিশ্ব এক আল্লার আশ্রয়ে ও এক নেতা রসুল করীম (সাঃ) এর নেতৃত্বাধীনে সমবেত হবে। তিনি আরও বলেছেন যে, তিনশত বছরের মধ্যে এই প্রতিশ্রুত বিজয় বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে যার মধ্যে ৮২ বছর অতিক্রম হয়ে গিয়েছে এবং বিশেষ করে আগামী ২০/২৫ বছর গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লিখিত। সুতরাং যেভাবে আহমদীয়া আন্দোলন এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকায় প্রসারিত হচ্ছে, যেভাবে মসজিদ, মিশন, পুস্তক, পত্র-পত্রিকা এবং মানব-কল্যানমূলক কার্যসূচী নিয়ে দিকে দিকে ছড়াচ্ছে, যেভাবে এই আন্দোলন শিক্ষিত এবং যুক্তিবাদী মানুষের কাছে পবিত্র কোরআনের শিক্ষাকে বিশেষ জ্ঞান ও হিকমতের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছে, যেভাবে বর্তমান বিশ্বের সমস্যাগুলোর নিখুঁত এবং প্রকৃষ্ট সমাধান দান করেছে, যেভাবে এই আন্দোলন সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সুষ্ঠু ও কার্যকরী ব্যবস্থা দান করেছে তা কোন পার্থিব দার্শনিক বা বিজ্ঞানীর সাধনালব্ধ প্রয়াস নয় বা কোন চিন্তাবিদের বিলাসিতা নয়। আজ হোক, কাল হোক, এই পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা সকল মানুষকে আকৃষ্ট করবেই—তা না হলে পৃথিবীকে আরও বহু আবর্তন ও বিবর্তনের সম্মুখীন হতে হবেই ! বলা বাহুল্য যে, পৃথিবীতে অনেক কিছুই ঘটে গেছে বিগত ৮০ বছরে যার নযীর মানবজাতির জানা ইতিহাসে অশ্রুতপূর্ব। বিশেষতঃ প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের বিভীষিকা এবং তৎপরবর্তী যুদ্ধ, বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ, মহামারী, মহাপ্লাবন এবং আরও অসংখ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্বিপাক অতি দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষতঃ মানব জাতির ভাগ্যাকাশে দোদুল্যমান তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের বিভীষিকা বিশ্বের মানব মণ্ডলীকে কল্পনাতীত সমস্যার সম্মুখীন করেছে। যখন এই বিশ্বযুদ্ধ হবে তখন এমন এক মহাধ্বংশ-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে যার ফলে মানুষ এই পৃথিবীতেই কেয়ামতের দৃশ্য অবলোকন করবে। এই সকল আজাব, ধ্বংস এবং মর্মান্তিক পরিনাম থেকে মানুষ যেন বাঁচতে পারে এবং মানুষ যেন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নৈতিক, আধ্যাত্মিক, আর্থিক, পার্থিব সকল প্রকার উন্নতিলাভ করতে পারে তারই জন্য আল্লাহ্‌তালা বর্তমান যুগের সুসংবাদ-দাতারূপে হযরত মসীহ মাউদ (সাঃ) কে প্রেরন করেছেন। পৃথিবীর মানুষ যত দ্রুত তার শান্তির আহ্বানে সাড়া

দেয় ততই মঙ্গল, তা না হলে ঐশী ক্রোধাগ্নি যখন প্রজ্জলিত হয়ে উঠবে, যখন ঐশী-শাস্তি আকাশ ও যমীন প্রকম্পিত করবে, যখন মৃত্যু ও ধ্বংসের বর্ষণ হতে থাকবে তখন যেন কেউ বিশ্বস্রষ্টাকে দোষ না দেয়, তখন যেন কেউ বলতে না পারে যেঃ কেন এরূপ হতে চললো ?

ঈমান ও আমল ঃ

যে সকল ব্যক্তি এখনও হযরত মসীহ মাউদ (আঃ) কে মানে নাই তাদের প্রতি এক নিঃস্বার্থ এবং আন্তরিকতপূর্ণ শান্তিবাণীর আহবান জানিয়ে যারা তাঁকে গ্রহণ করেছেন তাদের প্রসঙ্গে যেতে চাই। পূর্বেই বলা হয়েছে যে বর্তমানে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকার প্রায় এক কোটির মত লোক আহমদীয়া আন্দোলনে যোগদান করেছে। পৃথিবীর লোকসংখ্যার তুলনায় এই সংখ্যা বেশী নয়। কিন্তু পৃথিবীতে এক বিরাট আধ্যাত্মিক এবং শান্তিবাদী পরিবর্তন আনায়নের জন্য প্রারম্ভে অধিক লোকের প্রয়োজন হয় না। ইহা এক সাধারণ ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা যে, বিশ্বের বড় বড় পরিবর্তন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির আন্তরিকতাপূর্ণ কর্ম-প্রচেষ্টার দ্বারাই সম্পাদিত হয়েছে। তাই এ কথা অনস্বীকার্য যে, যদি আমরা আন্তরকিতাপূর্ণ প্রচেষ্টার দ্বারা বিশ্বব্যাপী এক শান্তিপূর্ণ সমাজ কায়েম করার জন্য আমাদের শক্তি, আমাদের সম্পদ, আমাদের বিচার-বুদ্ধি, আমাদের সময় এবং আমাদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকি তবে পৃথিবীতে সেই প্রতিশ্রুত পরিবর্তন আসতে বাধ্য। এই উদ্দেশ্য এবং আশাবাদকে সামনে রেখে যারা আহমদীয়া আন্দোলনকে জীবনের পরম ব্রত বলে গ্রহণ করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে আত্ম-বিশ্লেষণ মূলক একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই।

মহাগ্রন্থ কোরআন করীমে বহুস্থানে ঈমান ও আমলের কথা বলা হয়েছে। ঈমান এবং 'আমলুছ সালেহ' বা সৎকর্ম একে অন্যের পরিপূরক। শুধু মৌখিক ঈমানের দ্বারা কোন লাভ হয় না এবং কতকগুলো মৌলিক বিষয়ে ঈমান না থাকলে পূর্ণভাবে এবং স্থায়ীভাবে সৎকর্ম করাও সম্ভব হয় না। সেজন্যই হযরত মসীহ মাউদ (আঃ) এই উভয় বিষয়ে প্রকৃতিগত এবং উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে যে সকল কুসংস্কার, ব্যধি এবং বাধার পাহাড় জমে উঠেছিল সেগুলি অতি সুনিপুন হস্তে দূর করেছেন। আল্লার অস্তিত্ব, ফেরেস্তা, নবী-রসুল, ঐশী-কেতাব ও পরকাল সম্বন্ধে তিনি কোরআন করীম এবং ঐশীজ্ঞানের ভিত্তিতে সঠিক, সন্দেহাতীত, যুক্তিসঙ্গত, জ্ঞানগর্ভ এবং হৃদয়গ্রাহী বিশ্বাস সৃষ্টি করেছেন, প্রচলিত ভুল—ধারণার অপনোদন করেছেন এবং সাধারণ বিশ্বাসকে এইভাবে এক সুদৃঢ় এবং নিশ্চিত বিশ্বাসের মিনারে সমুন্নীত করেছেন। তাঁর আবির্ভাবের মাধ্যমে ইসলামের হারানো মানিকগুলো আবার সহজলভ্য হয়ে গিয়েছে। যে এই স্বর্গীয় জ্ঞানে আলোকিত হতে চায়, যে এই স্বর্গীয় সুধা পান করতে চায়, আল্লার নিকট থেকে তাকে এই নিশ্চিত জ্ঞান দেওয়া হবে বলে হযরত মসীহ মাউদ (আঃ) ঘোষণা করেছেন।

কোন বিষয়ে যখন সত্যিকার জ্ঞান লাভ করা হয়, সেই বিষয়ের উদ্দেশ্য, তত্ত্ব এবং নিয়ম-কানুনের মধ্যে যখন এক সুক্ষ্ম সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় এবং সেই উদ্দেশ্য যখন সফলতার নিশ্চয়তা দান করতে থাকে তখন সেই সৎকর্ম সম্পাদন করা কোন অবস্থায় কঠিন বলে মনে হতে পারেনা, বরং সেই কাজ করতে অধিকতর আনন্দ, উৎসাহ এবং প্রেরণাই লাভ করা যায়। তাই সৎকর্মের প্রথম পর্যায়ে নামাজ, রোজা, যাকাত এবং হজ্জের উদ্দেশ্য এবং তত্ত্বাবলি, এইসকল বিষয় হতে নিজ নিজ জীবনে

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কি কি সুফল লাভ করা যায়, তার জন্য কি কি নিয়ম-কানুন রয়েছে এই সকল বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা এবং সেইসঙ্গে বাস্তবে অনুকরনযোগ্য দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন হযরত মসীহ মাউদ (আঃ) এবং ঐশীজ্ঞানে সাহায্যপুষ্ট তাঁর পুণ্যাত্মা অনুসারীবৃন্দ। সৎকর্মের দ্বিতীয় পর্যায় হলো 'হাক্কুল এবাদ' বা সৃষ্টির হক। পরিবার, সমাজ রাষ্ট্র সকল ক্ষেত্রে আমাদের উপর অন্যের যে হক বা অধিকার রয়েছে সেগুলি যথাযথ-ভাবে আদায় করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে।

সৎকর্মের একনিষ্ঠ অনুশীলনের মাধ্যমে অসংখ্য পুন্যাত্মা অনুসারী নিজ নিজ জীবনে এমন অপূর্ব রুহানী পরিবর্তন এনেছেন এবং ইহজীবনেই আল্লার অস্তিত্ব এবং তার গুনাবলীর অপূর্ব বিকাশ প্রত্যক্ষ করেছেন যে আধুনিক বস্তুবাদী যুগে এমন আধ্যাত্মিক বিকাশের দৃষ্টান্ত এবং আদর্শের প্রতি এত সুদৃঢ় নিষ্ঠা সত্যিই কল্পনাতীত। এই বস্তুবাদী যুগেও আমরা দেখতে পেয়েছি হযরত মসীহ মাউদ (আঃ) কে এবং তাঁর পুণ্যাত্মা অনুসারী-দেরকে যাঁরা জ্ঞান, গুণ, আদর্শ এবং পবিত্রতার অনুশীলনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তালার বিশেষ আশীষ ও করুনা লাভ করে সাধারণ দীন-হীন অবস্থা হতে উন্নীত হয়ে অতি-উচ্চ স্তরে সমাসীন হয়েছেন।

এদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট আহমদী :

বাংলাদেশেও অনেক সাধারণ আহমদীর কথা আমরা জানি যারা নিজ নিজ পরিবেশে এবং সমাজে আদর্শ মানুষ, খাঁটি মানুষ নেক মানুষ, সৎ মানুষ, এবং সচ্চরিত্র মানুষ বলে মোহরাঙ্কিত হয়েছেন। গ্রামে, মহল্লায়, চাকুরীতে, ব্যবসায়, কৃষিতে—মোটকথা যিনি যেখানে ছিলেন বা এখনও অনেকে কর্মরত রয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই আন্তরিকতা, সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠা, চারিত্রিক বলিষ্ঠতা এবং বিশুদ্ধ জীবন-যাপনের আদর্শ স্থাপন করেছেন। তাই আজও আমরা পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি সেই সকল ধর্মভীরু, সত্যাশ্রয়ী এবং মানবহিতৈষী হৃদয়গুলোর কথা যারা এদেশের আহমদীয়াতের ইতিহাসে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত চিরদিন নবীনদের আদর্শের দিশারী হয়ে থাকবেন। এইসব সুধীজনের মধ্যে জনাব সুফী মুতিউর রহমান সাহেব, মৌলবী আবদুর রহমান খান, মৌলবী সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব, প্রফেসর আবদুল লতিফ সাহেব, খান বাহাদুর চৌধুরী আবুল হাসেম খান সাহেব, মীর সেকেন্দার আলী সাহেব, মৌলবী হুসামউদ্দীন হায়দার সাহেব, মৌলবী মোবারক আলী সাহেব, মৌলবী আবদুস সোবাহান সাহেব মওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব, মৌলবী আবুল হাফেজ সাহেব, প্রমুখ পণ্যাত্মাগণের নাম এদেশের আহমদীয়াতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এঁরা ছাড়াও আরও অসংখ্য আহমদী ভাই ও বোন নিজ নিজ জীবনে এবং নিজ নিজ পরি-বেশে অপূর্ব ধর্মানুরাগ, ত্যাগ ও তিতিক্ষা, ভক্তি ও ভালবাসার নযীর স্থাপন করেছেন। অবশ্য এ কথা উল্লেখ্য যে, এই সকল পুণ্যাত্মা ব্যক্তি হয়তো সাধারণ-ভাবে সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন না—বিশেষতঃ নিজ নিজ পরিবেশের বাইরে এবং যারা আহমদী নহেন তাদের মধ্যে আরও কম পরিচিত ছিলেন। আরও উল্লেখ্য যে, শুধু লোক-পরিচয় বা নাম-যশের জন্য তাঁরা কেহই সৎকর্মে ব্রতী হন নাই। তাঁরা বিশ্ব-মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং সেই আদর্শের প্রথম পাঠ হিসাবে নিজ নিজ পরিসরে ও পরিবেশে, নিজ নিজ শক্তিতে মানুষের যতটুকু ভাল করা সম্ভব, যতটুকু উপকার করা সম্ভব এবং যেভাবে আদর্শ ও

চরিত্রের উৎকৃষ্টতা দেখানো দরকার—তাঁরা সেই চেষ্টাই করেছেন। তাঁরা মানুষের হৃদয় জয় করার জন্য তাজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাঁরা রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না অথবা তাঁরা অগাধ ধনের মালিক ছিলেন না যার প্রভাবে সাধারণভাবে মানুষ আকৃষ্ট হতে পারে। কিন্তু যারা একান্তভাবে তাঁদের সংস্পর্শে এসেছে অথবা যে পরিবেশে, পরিবারে, মহল্লায় বা এলাকায় তাঁরা বসবাস করতেন সেখানকার লোক জানে তাঁদের মহানুভবতার কথা, তাঁদের ঈমানের দৃঢ়তার কথা, তাঁদের বলিষ্ঠ চরিত্র, ত্যাগ, সরলতা এবং ন্যায়নিষ্ঠার কথা!

এইসব পূণ্যাত্মার কথা ভাবলে আজও গর্বে বুক ফুলে উঠে গর্ব এজন্য যে, তাঁরা আহমদী ছিলেন এবং তাঁরা আমাদের দেশের লোক ছিলেন। বর্তমানকালে আমাদের বিশেষেতঃ আহমদী যুব-সমাজের গভীর ভাবে ভেবে দেখা দরকার, আমরা ঐ সকল পূণ্যাত্মার এবং আজও যে সকল বৃদ্ধ ও বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মোৎসর্গকারী আহ্‌মদী রয়েছেন তাঁদের ন্যায় আহ্‌মদীয়াত তথা প্রকৃত-ইসলামের আদর্শ অনুসরন করে জীবন যাপন করছি কি না। এক্ষেত্রে আমাদের সফলতা ও ব্যর্থতার পরিমাপ তথা আত্ম-বিশ্লেষণ ও আত্ম-জিজ্ঞাসার একান্ত প্রয়োজন।

* * *

আহমদী মোর ভাই

—মোঃ আখতারুজ্জামান

দুনিয়ার ঘোর অমানিশা হেরি
কাঁপিল যাঁদের প্রাণ,
আল্লার রাহে প্রস্তুত যাঁরা
করিতে জীবন দান;
সংসার যাঁদের কণ্টক ভরা
চলিতে সুপথ ধরি,
জাহেল যাঁদের নিয়েছে পিছু
বলিতেছে 'মার ধরি'।
জন্মদাতা পিতাও যাঁহারে
করিল সংসার ছাড়া
খোদার আদেশ পালনে যাঁহারা
হইল সর্বহারা,
খোদারই লাগি এ'ভবে যাঁহারা
সবার চক্ষু-শূল
তাঁহাদের উপর কি করে আজি
আমিও করিব ভুল?
একই পথের পথিক যে মোরা
সে মোর আপন জন,
তাঁহার দুঃখে কাঁদিবে না কেন
আমার হৃদয় মন?
সংসারে যাঁর আহ্‌মদী ছাড়া
আপন কেহই নাই
তাঁহারে বক্ষে ধরিবনা আমি
বলিব না মোর ভাই?
হৃদয়ে যাঁহার অনেক বেদনা
বহু যাতনা সহি,
তাঁহার দুঃখ সামনে রাখিয়া
কেমনে আমি রহি!

:×:

৫০তম সালানা জলসার

উদ্বোধনী বক্তৃতা

মহতরম জনাব মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব
আমীর বাংলাদেশ আঃ আঃ

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ!

প্রথমেই আমি হযরত আকদাস আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর পক্ষ থেকে জামাতের সকল বন্ধুকে

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

জানাচ্ছি। তিনি সদা আমাদের জন্য দোওয়া করছেন। তাঁর কাছ থেকে কয়েকদিন আগে পাওয়া একখানি পত্র আপনাদের পড়ে শুনাচ্ছি।

Dear Brother,

May Allah grant you and other brothers of Jamaat good health, long and active and prosperous life. May Allah grant the spirit of sacrifice and zeal for the propagation of Islam and Ahmadiyyat, enable you to up hold the dignity of Islam throughout of your life and bestow His infinite mercy and grace upon you all. Amen.

কাদিয়ানের আমীর সাহেব ও সাহেবজাদা মিরা ওসীম আহমদ সাহেব এবং সকল দরবেশেরও সালাম আমি আপনাদেরকে জানাচ্ছি। তাঁরাও সদা আমাদের জন্য ও এই জলসার কামিয়াবীর জন্য বিশেষভাবে দোওয়া করছেন। সকল প্রশংসা রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্ তায়ালার জন্য। তিন বৎসর পর তিনি আবার আমাদেরকে জলসা করার সুযোগ দিয়েছেন। এতদিন ধর্মের নামে আমাদের দেশে ধর্ম-বিরোধী বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। সব তারিফ আল্লাহ্ তায়ালার জন্য। এখন তার অবসান হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা এখন আমাদেরকে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র দিয়েছেন। আল্লাহ্ তায়ালার নিকট দোওয়া করি তিনি যেন বর্তমান হুকুমতকে ইসলামের মহান শিক্ষা لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى অর্থাৎ ধর্মে কোন জবরদস্তি নাই, নিশ্চয় সত্য পথ মিথ্যা হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে-এই আদর্শ বজায় রেখে শান্তি ও শৃঙ্খলার সঙ্গে এই দেশকে দ্রুত উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করার তৌফিক দেন।

জামাতে আহমদীয়া ইলাহী সেলসেলা। ইহা রসুলে আরবী খাতামান্নবীয়ীন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর জামাত এবং চলতি এই আখেরি যামানায় ইমাম মেহ্দী ও মসিহ মওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) কাদিয়ানীর দ্বারা আল্লাহ তাআলার আদেশে প্রতিষ্ঠিত। মানবতার ধর্ম ইসলামকে, ইসলামী পন্থায় অর্থাৎ শান্তিপূর্ণভাবে যুক্তি, প্রেম ও উজ্জ্বল নিদর্শন দ্বারা প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করাই এ জামাতের লক্ষ্য। এই ধর্মেই অশান্ত ও দুঃখ ক্লিষ্ট জগতের উদ্ধার নিহিত রয়েছে। এই কাজেই আমরা ব্রতী।

যে মেহদী আসার কথা ছিল এবং তাঁকেই মেনেছি, তিনি খুনী মেহদী নন। ইসলাম শব্দই ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য কোন খুনী পুরুষের

আসার ধারনাকে খণ্ডন করে। আমাদের ধর্মের নাম ইসলাম অর্থাৎ শান্তি, আমাদের রবের এক নাম আস সালাম অর্থাৎ শান্তির উৎস, ইসলামের অনুসারীর নাম মুসলেম অর্থাৎ শান্তি দাতা, তার পরকালে আবাস-স্থল জান্নাতের নাম দারুস-সালাম অর্থাৎ শান্তির গৃহ। সুতরাং এ ধর্মের আগাগোড়া শান্তি। বস্তুতঃ দুনিয়ায় কোন নবী হিংসা বা বিদ্বেষের বাণী নিয়ে আসেন নাই। সকলেই প্রেমের বাণী নিয়ে এসেছিলেন। দুনিয়ার এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীর মীরাস বিশ্ব-নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে দেয়া হয়েছে। এই পুঞ্জীভূত মীরাসের সহিত সকল নবীর প্রেমধারা এসে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর মধ্যে প্রেমের মহা-সমুদ্র রচনা করেছে। সেই মীরাস এ যুগে হযরত ইমাম মেহদী (আঃ) কে দেয়া হয়েছে। তিনি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর দাস। তিনি তাঁর শিক্ষা ও জীবনের প্রতিচ্ছবি। তিনি শান্তির শাহ্জাদা। এই নাম আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাঁকে দিয়েছেন। একদিকে ঐশী প্রেম ও রসুল-প্রেমে যেরূপ তিনি বিভোর ছিলেন, অন্যদিকে মানব-প্রেম তাঁর হৃদয় তেমনি উদ্বেল ছিল। তিনি বলেছেন এবং আদর্শ দ্বারা জীবনের প্রতি মুহূর্তে তিনি দেখিয়েছেন,

گالیاں سن کے دعا دو۔
پا کے دکھ آرام دو

অর্থাৎ গালি শুনে দোওয়া দাও, দুঃখ পেয়ে সুখ দাও। তিনি বলেছেন, আমার এমন কোন পরম শত্রু নাই, যার হেদায়েত এবং কল্যানের জন্য আমি আল্লাহতায়ালার দরবারে অন্ততঃ তিন দফা দোওয়া না করেছি। ইহার ফলে আমরা দেখি, যদিও তিনি দাঁড়িয়েছিলেন একা, সহায় ও সম্বলহীন এবং সারা দুনিয়ার পীর, পুরোহীত, আলেম, পণ্ডিত ও পাদরীগণ তাঁদের অনুগামী সহ বিশ্ব জোড়া হিংসা, বিদ্বেষ ও রোষ নিয়ে তাঁর প্রাণ, শিক্ষা ও জামাতের সক্রীয় দুশমন হলেন, তথাপি প্রেম, সদ্ব্যবহার ও দোওয়াই জয়যুক্ত হয়েছে। আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে পূর্বেই জানিয়েছিলেন

دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا
نے اسکو قبول نہ کیا۔ لیکن خدا اسے
قبول کریگا۔ اور بڑے زور آور حملوں
سے اس کی سچائی ظاہر کردے گا۔
(سن ۱۸۸۳ ع)

میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں
تک پہنچاؤں گا۔
(سن ۱۸۹۸ ع)

অর্থাৎ দুনিয়াতে একজন সতর্ককারী এসেছেন, কিন্তু দুনিয়া তাঁকে গ্রহন করল না, তথাপী আল্লাহ তাঁকে গ্রহন করবেন এবং অত্যন্ত পরাক্রমশালী আক্রমন সমূহের দ্বারা তাঁর সত্যতা প্রতিপন্ন করবেন। (১৮৮৩ ইং)

আমি তোমার প্রচারকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছিয়ে দিব। (১৮৯৮ ইং)

আল্লাহতায়ালা আপন বাণীকে সত্য করেছেন। তাঁরই ফজলে আজ সারা বিশ্বে সর্বত্র আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত। তাদের উপর থেকে সূর্য্য অস্ত যায় না। আমাদের সংখ্যা সারা দুনিয়ায় এখন এক কোটীরও উপর। সে দিন দূরে নহে যে দিন জগতের জাতি সমূহ ও জনগণ ইসলামে শান্তি লাভ করবে।

ইসলামের বিধান পুস্তক পবিত্র কোরআন অফুরন্ত জ্ঞানের অকুল সমুদ্র। প্রেমময় সৃষ্টিকর্তা তাঁর চিরস্থায়ী বিশ্ব-বিধান গ্রন্থে সকল জাতির ও সকল শ্রেণীর সকল মানবের জন্য নিরপেক্ষ, শান্তিপ্রদ ও সম্মান জনক জীবনাধীকার নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

সৃষ্টিকর্তা হিসাবেই এ বিধান দানের অধিকার ও যোগ্যতা একমাত্র তাঁরই ছিল এবং তিনিই দিয়েছেন। এই পবিত্র গ্রন্থে সকল সমস্যার সমাধান আছে এবং ইহা সকলের জন্য ব্যক্তিগত, জাতিগত ও সমষ্টিগত ভাবে সকল কল্যানের উৎস। গত হাজার বছরের অন্ধকার যুগের আঁধার তাকে ঢেকে ফেলেছিল। হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর হাতে সে আঁধার আবরন সরে গেছে। শত সূর্যের আলোকে এ মহা-গ্রন্থ আজ উজ্জল। হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) বলেছেন, এই পবিত্র গ্রন্থকে যে সম্মান করবে, সে আকাশে সম্মান লাভ করবে। এর সমুজ্জল তালিম গ্রহণে আপনারা জীবন্ত কুরআন হয়ে যান এবং কর্মের মাধ্যমে এর প্রতিফলিত জ্যোতিতে আপনাদের জীবন পথকে আলোকিত করে যান। সেই আলোকে মানুষের মনে পবিত্র পরিবর্তন আসবে, শত বর্ষার ধারায় আল্লাহ তায়ালার ফজল নাজেল হবে, মানুষের সকল সমস্যার সমাধান হবে, দুঃখভরা জগতে শান্তি ও সুখ নেমে আসবে এবং মানবতা—যে জন্য এই পৃথিবীর সৃষ্টী—জগতে কায়েম হবে। আপনাদের মজবুত ঈমান এবং উজ্জল ও নির্মল আমলের দ্বারা জগতকে জানিয়ে দিন যে রাজা ও প্রজা এবং ধনী ও নির্ধন সকলের উদ্ধারের একমাত্র উপায় হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-কে গ্রহণ করা ও তাঁহার অনুগমন করা।

আমাদের সকল কাজে দোওয়ার প্রয়োজন বড় বেশী। বস্তুতঃ সকল সফলতার চাবি দরদী হৃদয়ের দোওয়া। আজ বিশ্বের মানব পথভ্রান্ত, দুঃখী। সুতরাং আপনারা আল্লাহতালার দরবারে দরদ ভরা হৃদয়ে মানব জাতির জন্য দোওয়া করুন, যেন তিনি সকলকে হেদায়েত করেন এবং অচিরেই জগতে যেন সুদিন আনেন।

হযরত ঈসা (আঃ) এসেছিলেন বনি ইসরাইলের বারটি বংশের হারানো মেষকে উদ্ধার করতে। পক্ষান্তরে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে আমাদের উপর বনি আদমের জন্য প্রেরিত এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীর হারানো মেষের উদ্ধারের কাজ বর্তেছে। এই বিরাট কাজের জন্য প্রয়োজন খেলাফতের নেযামের কামেল ও অকৃত্রিম এতাআত, মানবতার জন্য হৃদয়ে সুগভীর প্রেম এবং জান, মাল ইজ্জত ও সময়ের পরম কুরবানী এবং অক্লান্ত খেদমতে খালক। এ সবের সঙ্গে প্রয়োজন প্রতি পদে আল্লাহ্ তালার দরবারে বিনীত ও এখলাস ভরা দোওয়া। তাঁর সাহায্য, ফজল ও রহমত ছাড়া কোন কাজে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। তিনি তাঁর পাক কালামে বলেছেন ادعونی استجب لکم অর্থাৎ তোমরা আমার কাছে চাও, আমি দিব। এই আয়াতের সত্যতা আমরা সদা প্রত্যক্ষ করছি। তাঁর সাহায্য ও রহমতের হাত সদা আমাদের জামাতের সাথে কাজ করে আসছে এবং তিনি নিত্য নূতন নিদর্শন দ্বারা আমাদের অগ্রগতিকে অব্যাহত রেখেছেন। সেই সঙ্গে ঈমান ও প্রচেষ্টাকে দৃঢ়তর করে চলেছেন। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন মরকযের সাহায্য বন্ধ হয়ে গেল এবং জামাতের দায়িত্বের সকল বোঝা আমাদের উপর এল, তখন কিভাবে খরচ পত্র চলবে, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট দুশ্চিন্তা হয়েছিল। হযরত আকদাস (আইঃ) জানালেন, এখানের চাঁদার আয় হতেই এখানের খরচ চালাতে হবে এবং তাঁর আন্তরিক দোওয়া জানালেন। যাঁরা বেশী চাঁদা দিতেন; তাঁরা চলে গেছেন। মনে আশঙ্কা জাগলো, এ শিশু কেমন করে নিজ পায়ে খাড়া হবে, কেমন করে চলবে। ভরসা ছিল এ জামাত আল্লাহ্ তায়ালার নিজের জামাত এবং একে চালাবার ভার তাঁর নিজের উপর। প্রথম

পাঁচ মাস আয় দিয়ে জরুরী খরচ চলে গেলো। পয়লা মে হতে নূতন বৎসর শুরু হল। নূতন সালের বাজেট করতে গিয়ে অনেক টাকার ঘাটতি দেখা গেলো। কিন্তু আসমান থেকে আল্লাহতায়ালা তাঁর বান্দাদের দিলে ফেরেস্তার তহরীক শুরু করলেন। যাঁরা কোন দিন চাঁদা দিতেন না, বার বার চেয়ে যাঁদের দরজা থেকে খালি হাতে ফিরতে হোতো, তাঁরা নিজে এসে চাঁদা দিলেন। শুধু চলতি চাঁদাই নহে বরং বহু দিনের বকেয়া শুদ্ধ দিতে লাগলেন। আল্লাহ্তায়ালা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-কে জানিয়ে ছিলেন যে তাঁর সেলসেলার খেদমতের জন্য তিনি তাঁর বান্দাদের দিলে ওহি করবেন। আমরা এই প্রতিশ্রুতির সত্যতার মোজেযানা রং দেখছি। আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহে গত এগার মাসে সর্ব মোট আয় ১,৩৬,২৬৪৲ টাকা এবং সর্ব মোট ব্যয় ৮৫,১১৮৲ টাকা এর মধ্যে এই জলসা সালানার জন্য Donation ও আছে। এ ব্যাপারেও মুখলেসিনে জামাত অভূতপূর্ব কুরবানীর নমুনা দেখিয়েছেন। অনুরূপভাবে জামাতের তালিম তরবিয়ত, তবলীগ, বেয়াত এবং তনযীমের ব্যাপারেও আল্লাহ তায়ালার সাহায্যের হাত প্রত্যক্ষ করছি। তাঁর ফজলে জামাত দ্রুত এগিয়ে চলেছে। الحمد لله এ দেশে আপনারা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এর জীবন্ত অস্তিত্ব বৃক্ষের সজীব শাখা। আপনাদের উপর আল্লাহতায়ালার সালামতি নাযেল হোক।

আল্লাহ্তায়ালা অন্ধকার থেকে আমাদিকে আলোকের দিকে নিয়ে চলেছেন। সুতরাং তাঁর দরবারে শুকুর গুজারীতে আমরা মাথা নত করে দিচ্ছি। তিনি তাঁর পাক কালামে বলেছেন

لئن شكرتم لازيدنكم

অর্থাৎ তোমরা আমার নে'মতের শুকুরগুজার হলে, আমি তোমাদের জন্য আমার নে'মতকে বাড়িয়ে দিব। অতএব আমরা আল্লাহ্তায়ালার দরবারে আমাদের দিল ও মস্তককে এক সেজদায় দোওয়ায় এবং অপর সেজদায় শুকুরগুজারীতে নত করে দিচ্ছি। আপনাদেরকে এখানে একটা বিষয়ে অবগত করাতে চাই। বর্তমানে আমাদের ছাপার কাজে বড় অসুবিধা দেখা দিয়েছে। শহরে প্রেসগুলির কাজ খুব বেড়ে যাওয়ায় আমাদের কাজের ব্যাঘাত হচ্ছে সেই জন্য এখন আমাদের নিজস্ব একটি প্রেসের একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বন্ধুগণ এ জন্য দোওয়া করবেন যেন আল্লাহ্তায়ালা আমাদিকে শীঘ্র একটি উত্তম প্রসদেন। এ যুগে প্রেস হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)-এর জন্য এক বাহু স্বরূপ।

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ! আমাদের এই জলসার উদ্দেশ্য আল্লাহ্তায়ালা এবং তার রসুলের কথা শুনা, এস্তেগফার করা, দোওয়া ও দরূদ পাঠ এবং যিক্রে ইলাহী করা এবং বিভিন্ন এলাকা হতে সমাগত আহমদী ভ্রাতাগণের সাথে মিলিত হয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে দৃঢ়তর করা।

স্মরণ রাখবেন তিন বৎসর পরে আপনারা জলসায় এসেছেন। পথের অনেক কষ্ট সহ্য করে এবং পয়সা খরচ করে এসেছেন। জলসার দিনগুলি বড়ই বরকতপূর্ণ। আপনারা এই জলসার জন্য গ্রীষ্মের তৃষ্ণাতুর চাতকের ন্যায় হয়েছিলেন। দোওয়া করছি আল্লাহ্তায়ালা এখন এই জলসায় সমাগত তার বান্দাগণের রুহানী পিপাসা নিবারণের জন্য এই জলসার প্রতিটি বক্তৃতায় এবং প্রতিটি কাজে রূহুল কুদ্সুস নাযেল করুন এবং আপনাদের প্রত্যেকের আত্মাকে স্নিগ্ধ করে দিন। আপনারা এ কয়দিন কেহ বাজারে বন্দরে না ঘুরে, বাজে গল্পগুজব না করে, জলসার বক্তৃতাগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং অবসর সময়ে দোওয়া, দরূদ ও নফল নামায পাঠে এবং নীরব যীকরে ইলাহীতে রত থাকবেন

এবং পরস্পরের সহিত প্রীতিপূর্ণ সদালাপ করে আপোসের মধ্যে নির্মল ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে সুদৃঢ় করবেন এবং সেলসেলার মুরুব্বীগণের সহিত দ্বীনের জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে আলাপ করে জ্ঞান ও রুহানীয়ত বৃদ্ধি করবেন।

পরিশেষে এই জলসায় থাকা ও খাওয়ার সুবিধা ও অসুবিধা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। যেখানে বহু লোকের সমাগম হয় এবং স্থানের স্বল্পতা থাকে, সেখানে অনেক অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে এ জলসা মহা-মর্যাদা সম্পন্ন মসিহ মওউদ আঃ)-এর জলসা। এ জলসার ব্যবস্থাকারী ও যোগদানকারী জামাতের সকলই তাঁর খাদেম এবং আমরা পরস্পর ভাই। সুতরাং আপনারা যদি এ জলসার ব্যবস্থাকে নিজ ঘরের ব্যবস্থা বলে মনে করেন, তাহলে সব কিছু সহজ হয়ে যাবে। নিজ গৃহের সকল অসুবিধা যেমন আমরা ধরি না, এখানে তাই করতে হবে। বরং আমরা রুহানী জামাত হিসাবে আমাদের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা বেশী, ও ব্যবহার সুন্দরতর হতে হবে। এই জলসায় যারা নিজদিগকে বিভিন্ন খেদমতে পেশ করেছেন, তারা আমাদের ভাই। তাঁরা নেক নিয়তে খেদমতের প্রেরণায় কাজে লেগেছেন। পারতপক্ষে তাঁরা কর্তব্যে ত্রুটি করবেন না আমরা জানি। তবু আপনাদের সেবায় কোন ত্রুটি হলে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপন ভ্রাতাকে ক্ষমা করে নিজ রুহের লাবণ্য ও শক্তি বৃদ্ধি করে নেবেন এবং জলসার উদ্দেশ্যকে স্মরণ করে জামাতের উচ্চ আদর্শ ও রুহানী নমুনাকে অম্লান রাখবেন। মনে রাখবেন এ জলসা আমাদের জাগতিক উৎসবের জন্য নয়। এখানে আমরা রুহানী উৎসবের জন্য এসেছি। রুহানীয়তের এই বাগিচায় আপনারা সকলে সমবেত হয়েছেন হৃদয়ের কালিমা ধুয়ে নিতে, ঈমানকে মজবুত ও আত্মাকে উজ্জ্বল করতে এবং আল্লাহ্ ও তার বান্দাগণের সঙ্গে সম্বন্ধকে নিকট করতে। অতএব আপনাদের সকলের প্রচেষ্টা হবে আপনাদের মধ্যে কে হৃদয়কে কত বেশী আলোকিত করে, অধিকতর আধ্যাত্মিক সম্পদ ও শক্তি এবং আল্লাহ্তায়ালার ফযল ও রহমত নিয়ে ঘরে ফিরেন।

আল্লাহ্তায়ালা আমাদের সকলের হাদী এবং হাফেজ ও নাসের হউন এবং আমাদের উপর তাঁর ফযল ও রহমত নাযেল করুন।

এখন আসুন, আমরা সকলে আল্লাহ্তায়ালার দরবারে দোওয়া করি।

সংবাদ

কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সালানা জলসা

২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৭২ সনে রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত আহ্মদীয়া জামাতের আন্তর্জাতিক সালানা জলসায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার লোকের সমাগম হয়। অনেক বহির্দেশ হইতে বহু আহমদী পরিবার পরিজন সহ জলসায় যোগদান করেন।

হযরত আকদাস খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) জলসায় তাঁর বক্তৃতায় এ শুভ সংবাদ ঘোষণা করেন যে, জলসায় উপস্থিত এ জনসমাবেস বিশ্বব্যাপী জমাতের একটি অংশ মাত্র। এখন দুনিয়াতে আহ্মদীদের সংখ্যা আল্লাহতায়ালার ফজলে এক কোটীর উর্ধে চলিয়া গিয়াছে। হুজুর আকদাস (আইঃ) আরও ঘোষণা করেন যে, নাইজেরিয়া সরকার আমাদের জামাতকে সেখানে রডকাষ্টিং ষ্টেশন স্থাপনের অনুমতি দান করিয়াছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। (কাদিয়ান (ভারত) হইতে প্রকাশিত "বদর" পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫০তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহমদীয়ার ৫০তম সালানা জলসা বিগত ৬,৭ ও ৮ই এপ্রিল ১৯৭৩ইং মোতাবেক ৬, ৭ ও ৮ই শাহাদাত ১৩৫২ হিঃ শাঃ, রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার দারুত তবলীগ, ৪নং বকসীবাজার রোড়, ঢাকায় অত্যন্ত সাফল্য ও জাঁকজমকের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আল-হাম্‌দুলিল্লাহ্‌। বিগত দুই বৎসর বিরতির পর বর্ত্তমান নুতন পরিবেশে এ সালানা জলসার গুরুত্ব ছিল অনেক বেশী। আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে বাংলাদেশের দিনাজপুর হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এবং সুন্দরবন খুলনা হইতে সিলেট পর্যন্ত বিস্তৃত সকল অঞ্চল হইতে সহস্রাধিক আহমদী আবল বৃদ্ধ বনিতা জলসায় যোগদান করেন। চারিটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহাছাড়া মহিলা গণের ও খোদ্দামল আহ্‌মদীয়ার অতিরিক্ত অধিবেশনও হইয়াছে।

৬ই-এপ্রিল রোজ শুক্রবার জুমার নামাজের পর মহতরম জনাব মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব আমীর বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার সভাপতিত্বে জলসার প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়। তেলাওয়াত কোরআন মজীদ করেন মৌঃ আব্দুল খায়ের মুহিবুল্লাহ্‌ সাহেব ও দুররে সামীন হইতে হযরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) রচিত নজম পাঠ করেন মৌঃ সলীমুল্লাহ্‌ সাহেব। তার পর চেয়ারম্যান জলসা কমিটি জনাব ভিজির আলী সাহেব অভ্যর্থনা ভাষণ দান করেন। তিনি বিশেষভাবে এ জলসার মহৎ উদ্দেশ্যাবলী বলিতে গিয়া জলসা সালানার গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে হযরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ)-এর একটি ঈমানউদ্দীপক উদ্ধৃতি পাঠ করেন যাহার মধ্যে তিনি বলিয়াছেনঃ "এই জলসাকে সাধারণ জলসা গুলির ন্যায় মনে করিবেন না। ইহা সেই বিষয় যাহার ভিত্তি একান্তভাবে সত্যের সমর্থন এবং ইসলামের কলেমার মর্যাদা বৃদ্ধির উপরে স্থাপিত।" অবশেষে তিনি এই কামনা ও দোয়া করেন যে উক্ত উদ্ধৃতিতে হযরত মসিহ্‌ মাওউদ (আঃ) এ মহতী জলসায় কষ্ট স্বীকার করিয়া যোগদানকারীগণের উদ্দেশ্যে সে সকল দোয়া করিয়া গিয়াছেন, আমরা সকলই যেন উহার কবুলয়তের পাত্র হইতে পারি। অতঃপর মহতরম জনাব আমীর সাহেব উদ্বোধনী বক্তৃতা করেন। প্রথমে তিনি হযরত আকদাস খলিফাতুল মসিহ্‌ সালেস (আইঃ)-এর বন্ধুগণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু"-এর অমূল্য তোহ্‌ফা এবং তাঁর দোয়া মণ্ডিত পয়গাম উপস্থিত সকলের নিকট পৌঁছান। (জনাব আমীর সাহেবের উদ্বোধনী বক্তৃতা আহ্‌মদীর এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে)। অতঃপর কাদিয়ান হইতে মহতরম মির্যা ওসীম আহমদ সাহেবের প্রেরিত পয়গাম মহতরম আমীর সাহেবের আদেশে জমাতের মুরুব্বী জনাব মৌঃ সৈয়দ এজায আহমদ সাহেব পাঠ করিয়া শুনান। এই আন্তরিকতাপূর্ণ পয়গামে তিনি ধর্ম ও ধর্ম-সেবা এবং মানব কল্যাণ

ভিত্তিক আহ্‌মদী জমাতের মহান নীতি এবং দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বিশ্লেষণ করিয়া সকলকে যথাসাধ্য কোরবানী করার জন্য আন্তরিক আহ্বান জানান। এর পর মহতরম আমীর সাহেব এজ্‌তেমায়ী দোয়া করান। অতঃপর জলসার পরবর্তী অনুষ্ঠান সূচী অনুযায়ী তিন দিনে অনুষ্ঠিত অধিবেশনগুলিতে নিম্ন লিখিত বিষয় বস্তুগুলির উপর আহ্‌মদী আলেম ও চিন্তাবিদগণ জ্ঞানগর্ভ তত্বপূর্ণ ও আকর্ষনীয় বক্তৃতা দান করেন ঃ

১। হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর জীবনাদর্শ—আল হাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব।

২। কুরআনের শিক্ষা ও সৌন্দর্য—মৌলভী আহমদ সাদেক মাহমুদ, বি. এ, শাহিদ, মুরুব্বী।

৩। ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যাবস্থা—এম. আবদুস সাত্তার, এম, এ, এল-এল বি।

বাংলা নজম—মোঃ নূর-ই-এলাহী।

৪। বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও আহমদীয়া জমাত জনাব মকবুল আহমদ খান, আমীর, ঢাকা আঃ আঃ।

শনিবার ঃ—৭ই এপ্রিল, ১৯৭৩ইং

সময় ঃ—৩টা হইতে ৬টা

সভাপতি ঃ মোহতরম জনাব মকবুল আহমদ খান, আমীর জমাত আহ্‌মদীয়া, ঢাকা।

১। কুরআন তেলাওয়াত—মৌঃ আবু তাহের।

২। নজম (কালামে মাহ্‌মুদ)—মুহম্মদ মুসলিম

৩। বিশ্ব-ব্যাপী আজাব ও মুক্তির পথ ঃ জনাব আবদুল জব্বার সাহেব, ডিপ-ইন-এড

৪। ঈসা (আঃ) এর ওফাতের তাৎপর্য—জনাব সালাউদ্দীন খন্দকার বি, এ,

৫। বিজ্ঞান ও ইসলাম ঃ মৌলভী মোঃ মোস্তফা আলী বি, এস-সি, বিঃ জি

৬। বিশ্ব-শান্তি ও ইসলাম ঃ জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, এম, এস-সি

৭। বেয়ামত ও পরকালের জীবন ঃ মোহ্‌তরম জনাব মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব, আমীর বাংলাদেশ আঃ আঃ।

শনিবার ৭ই এপ্রিল।

সময়—সকাল ৮টা হইতে ১১টা

(ক) মহিলা অধিবেশন—(পর্দার ব বস্থাধীনে)

(খ) বাংলাদেশ খোদ্দামুল আহমদীয়া অধিবেশন

রবিবার ঃ—৮ই এপ্রিল, ১৯৭৩ ইং

সময় ঃ—সকাল ৮টা হইতে ১১টা

সভাপতি ঃ—মোহতরম জনাব বদরুদ্দীন আহমদ, এডভোকেট।

১। কুরআন তেলাওয়াত ঃ মৌলভী মোহাম্মদ ছলিমুল্লাহ।

২। নজম (দুররে সামীন) ঃ—বি, এ, এম, আবদুস সাত্তার।

৩। তরবিয়তে আওলাদ ঃ জনাব মোঃ শামসুর রহমান, এল-এল, বি, (লণ্ডন) বার এট-ল

৪। তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াক্‌ফে জাদীদের গুরুত্ব ঃ জনাব শহীদুর রহমান, জেনারেল সেক্রেটারী, ঢাকা।

৫। নজম ঃ—জনাব হাকিম উদ্দীন আহমদ।

৬। মালী কোরবানী ও ঈমান ঃ জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেব।

৭। দোয়ার গুরুত্ব : মৌলভী এ, কে এম, মহীবুল্লাহ এম, এম, মুরুব্বী।

৮। নেজামের গুরুত্ব : ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী নায়েব আমীর, বাংলাদেশ আঃ আঃ।

৯। তাহরীকাত হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেছ (আইঃ) ঃ মোহতরম জনাব মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব, আমীর, বাংলাদেশ আঃ আঃ।

রবিবার – ৮ই এপ্রিল ১৯৭৩ ইং

সময়—বিকাল ৩ টা হই'ত ৬ টা

সভাপতি—মহতরম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব, আমীর বাংলাদেশ আঃ আঃ

১। কুরআন তেলাওয়াত ঃ—মোঃ মনওয়ার আলী

২। নজম (দুররে সামীন) ঃ—মোঃ মোহাম্মদ ছলিমুল্লাহ।

৩। বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ—হযরত ঈমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাব ঃ আল-হাজ্ব জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী।

৪। আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ঃ অধ্যাপক জনাব শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, এম এ।

৫। খাতামান্নাবীঈন ঃ মোঃ সৈয়দ এজাজ আহমদ এইচ, এ মুরুব্বী।

৬। খিলাফত ঃ

মোঃ বদরুদ্দীন আহমদ, এডভোকেট।

সর্বশেষে মহতরম আমীর সাহেব তাঁর জ্ঞানগর্ভ ঈমানবর্ধক সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বর্তমান পরিস্থিতিতে জামাতে আহমদীয়ার সর্বজনীন তালিমী তরবিয়তী ও তবলীগী দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং পরিশেষে হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) এর ১৯৬৮ সনের সালানা জলসায় বর্ণিত গভীর তত্ত্বমূলক ও মর্মস্পর্শী দোয়া সমূহ পাঠ করিয়া শুনান যাহা উপস্থিত সকলের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে। অতঃপর আবেগ ভরা এজতেমায়ী দোয়ার সহিত এই বরকতপূর্ণ সালানা জলসার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

নিজস্ব প্রেস এবং পাঁচশত ওয়াকেফীন আরজী

বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, মহতরম আমীর সাহেব বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার একটি নিজস্ব প্রেস স্থাপনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষনা করিলে উপস্থিত মুখলেস আহমদীগণের পক্ষ হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উল্লেখযোগ্য পরিমানে নগদ টাকা এবং ওয়াদা পেশ করা হয়। আল-হামদু-লিল্লাহ্। এতদ্ব্যতীত মহতরম আমীর সাহেব আগামী এক বৎসরের জন্য পাঁচ শত ওয়াকেফীনে আরজীর প্রয়োজনীয়তার উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং জামাত সমূহে ক্রমবর্ধমান তালিমী ও তরবিয়তী কাজের জন্য আহমদীগণকে উক্ত সংখ্যায় ওকফে আরজীতে নাম পেশ করার জন্য আহ্বান জানান।

উল্লেখযোগ্য যে, জলসার দিনগুলিতে ঢাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রদর্শনী" অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন মোহতারম আমীর সাহেব, বাংলাদেশ আঃ আহমদীয়া। উপস্থিত ও বহিরাগত বহু দর্শকবৃন্দ এ প্রদর্শনী দেখিয়া অভিভূত ও উপকৃত হন।

জলসার সময়ে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে বার জন ব্যক্তি বয়াত করিয়া জামাতভুক্ত হন। তাঁদের মধ্যে তিনজন মহিলা এবং একজন নও-মুসলিমও রহিয়াছেন। আল-হামদুলিল্লাহ্। তিন দিন ব্যাপী এ অধিবেশনগুলিতে তিন সহস্রাধিক শ্রোতার সমাগম হয়। সকলেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ ও তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা সমূহ অত্যন্ত আগ্রহ ও মনোযোগ সহকারে শ্রবন করেন এবং জলসা অত্যন্ত শান্তি ও গাম্ভির্যপূর্ণ এবং আধ্যাত্মিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। জলসার দিনগুলিতে প্রত্যেক রাতে বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাজও অনুষ্ঠিত হয় এবং বাদ নামাজ ফজর কোরআন শরীফের দরস দেওয়া হয় এ জলসায় বিশেষভাবে ইসলামের বিশ্ব-বিজয়, দেশের সার্বিক উন্নতি এবং মানবজাতির সামগ্রিক কল্যানের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করা হয়। সকল প্রশংসাই আল্লাহর, যিনি বিশ্বের স্রষ্টা ও ত্রানকর্তা।

—আহমদ সাদেক মাহমুদ

সংবাদ

ইজতেমা আনসারুল্লাহ ঃ আল্লাহতায়ালার রহমতে বিগত ১১ ফেব্রুয়ারী ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায়, ১৮ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামে ও ২৪ ও ২৫শা ফেব্রুয়ারী ঢাকায় খুবই শান শওকতের সহিত আনসারুল্লার ইজতেমা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত ইজতেমায় আনসার ছাড়া খোদ্দাম ও আৎফাল অধিক সংখ্যায় অংশ গ্রহণ করে। এই সমস্ত ইজতেমায় বাংলাদেশ আঞ্জুমনে আহমদীয়ার আমীর মোহতরম জনাব মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব ও অন্যান্য বুর্জ্জুগান ও জামাতের মুরুব্বি সাহেবান গভীর তত্বমূলক ও ঈমানোদ্দীপক বক্তৃতা করেন।

নবী দিবস

দারুত তবলীগ, ৪নং বকসি বাজার, ঢাকায় ১৬ই এপ্রিল, ১৯৭৩ইং তারিখে ঈদে মিলাদুন-নবী উপলক্ষে মহতরম মোঃ মোহাম্মদ আমীর বাংলাদেশ-এর সভাপতিত্বে এক সিরতুন্নবী সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আমীর সাহেব, জনাব মকবুল আহমদ খান, মোঃ সৈয়দ এজাজ আহমদ, জনাব মোঃ মোস্তফা আলী, জনাব শামছুর রহমান, বার-এট-ল ও জনাব মোঃ খলিলুর রহমান নবীসম্রাট হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক নিয়া আলোচনা করেন। সভা শেষে উপস্থিত সকলের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরন করা হয় এজতেমায়ী দোয়ার সহিত সভার কাজ শেষ হয়।

মসিহ মওউদ ও মুসলেহ মওউদ দিবস

২২শে মার্চ ও ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখদ্বয়ে যথাক্রমে মসিহ মাওউদ দিবস ও মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উপলক্ষে বিশেষভাবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, সুন্দরবন এবং অন্যান্য আরও জমাতে যথাযোগ্য মর্যাদা ও সফলতার সহিত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ভলিবল প্রতিযোগীতা ঃ বিগত ১১ই মার্চ রবিবার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজজিদে মোবারক প্রাঙ্গনে চট্টগ্রাম বিভাগ বানাম ঢাকা বিভাগ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ভলিবল প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগীতায় চট্টগ্রাম বিভাগ বিজয়ী হয়। খেলা খুবই আকর্ষনীয় ও তীব্র প্রতিযোগীতা মূলক হয় যাহাতে বহু দর্শকের সমাগম হয়। বাদ মাগরীব এক বিশেষ মিটিং অনুষ্ঠিত হয় যাহাতে স্থানীয় মুরুব্বী মৌঃ সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব, জনাব নুরুদ্দীন আহমদ, ঢাকার মুরুব্বী মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ ও সদরে মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া জনাব মোঃ খলিলুর রহমান সাহেব মূল্যবান নসিহত মূলক বক্তৃতা করেন।

ঢাকা আঞ্জুমনে আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে ঘূর্ণি উপদ্রুত এলাকায় সেবা কার্য

বিগত ২১ শে এপ্রিল শনিবার ঢাকা আঞ্জুমন হইতে নিম্নলিখিত চাঁর ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি দল মানিক গঞ্জের বাত্যা বিধ্বস্ত এলাকা সমূহ সফর করেন ঃ—

(১) মৌলভী আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ সদর মুরুব্বী
(২) „ মির্জা আলী আখন্দ
(৩) „ মোহাম্মদ রওশন আলী, (ছাত্র)
(৪) „ শহীদুর রহমান, (ইনচার্জ)

উপরোক্তদল মানিক গঞ্জ, তরার ঘাট, তারাইল, গোস্তা ইত্যাদি এলাকা পদব্রজে সফর করেন, উপদ্রুত এলাকায় ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আঞ্জুমনের পক্ষ হইতে কিছু নগদ টাকা, চিঁড়া, গুড়, মোমবাতি, ম্যাচ ইত্যাদি বিতরন করেন। ইহা ছাড়াও উপরোক্ত এলাকায় অসুস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে বিনা মূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, মানিক গঞ্জ হইতে গোস্তা বাজার ও ফেরার পথে প্রায় দুই হাজার জামাতি লিটারেচার বিলির মাধ্যমে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর আবির্ভাবের সংবাদ পৌঁছান হয়।

আল্লাহ তায়ালা এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কামিয়াব করুন ও লোকদিগকে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম গ্রহন করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

আজিকার ধর্মহারা অশান্ত পৃথিবীকে পুনরায় শান্তিময় ধর্মের পথে আহ্বানকারী—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর, তাঁর পবিত্রাত্মা খলিফাগণের ও তাঁর পুণ্যাত্মা অনুসারীগণের লেখা পাঠ করুন :—

*	The Holy Quran with English Translation.		T.	125·00
*	The Introduction & Comentary of the Holy Quran	(5. vol.)		
*	The Philosophy of the Teachings of Islam	Hazrat Ahmed (P.)	T.	2.00
*	Jesus in India	,,	T.	2.50
*	Ahmadiat—The True Islam	Hazrat Mosleh Maood (R)	T.	8.00
*	Invitation to Ahmadiyat	,,	T.	8.00
*	The Life of Muhammad (P. B.)	,,	T.	8.00
*	The New World Order	,,	T,	3.00
*	The Economic Structure of Islamic Society	,,	T.	2.50
*	Islam and Communism	Hazrat Mirza Basnir Ahmed (R)	T.	0.62
*	Attitude of Islam Towards Communism	Moulana A.R. Dard (R)	T.	1.00
*	The Preaching of Islam	Mirza Mubarak Ahmed	T.	0.50
*	কিশতিয়ে নূহ	হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ	টা.	১.২৫
*	ধর্মের নামে রক্তপাত	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	টা.	২.00
*	আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব	মৌলবী মোহাম্মদ	টা.	১.00
*	ইসলামেই নবুয়াত	,,	টা.	0.৫0
*	ওফাতে ঈসা	,,	টা.	0.৫0

ইহা ছাড়া :—

* বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের উপরে লিখিত নানাবিধ পুস্তক ও গ্রন্থসমূহ এবং বিনামূল্যে দেওয়ার মত অসংখ্য পুস্তক পুস্তিকা ও প্রচার পত্র।

প্রাপ্তিস্থান :

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা-১।

Published & Printed by Md. F.K. Mollah at Rabin Printing & Packages

For the Proprietors, Bangladesh Anjuman-e Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacc—1.

Phone No. 283635

Editor : A.H. Muhammad Ali Anwar.